॥ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

দশমঃ স্কন্ধঃ

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ

—≪≫—

শ্রীবাদরায়ণি উবাচ।

অথ তর্হ্যাগতো গোষ্ঠমরিষ্টো বৃষভাসুরঃ।

মহীং মহাককুৎকায়ঃ কম্পয়ন্ খুরবিক্ষতাম্ ॥ ১ ॥

১। **অন্বয়ঃ** শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—অথ (অনন্তরং) তর্হি (তদা) মহাককুৎকায়ঃ (অত্যুচ্চং পৃষ্ঠাগ্র-শিখা যত্র তথাভূতঃ কায়ঃ যস্য সঃ) অরিষ্টঃ বৃষভাসুরঃ খুরবিক্ষতাং মহীং কম্পয়ন্ গোষ্ঠং [আগত]।

১। **মূলানুবাদঃ**—শ্রীশুকদেব বললেন—হে রাজা পরীক্ষিৎ! অতঃপর বিশাল ঝুটিওয়ালা শরীরধারী অরিষ্টনামক বৃষাসুর পৃথিবীকে খুরে ছিন্নভিন্ন ও কম্পিত করে দিতে দিতে গোষ্ঠের নিকট এসে উপস্থিত হল।

১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** অথেতি সার্দ্ধদ্বয়কম্। তর্হীতি পূর্বোক্তপ্রকারেণ যদা শ্রীকৃষ্ণো গোষ্ঠমাগতস্তাদানীং প্রদোষ ইত্যর্থঃ। তথা চ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'প্রদোষার্দ্ধে কদাচিত্তু রাসাসক্তে জনার্দ্দনে। ত্রাসয়ন্ সমদো গোষ্ঠমরিষ্টঃ সমুপাগতঃ॥' ইতি। এবং প্রায়ঃ শ্রীহরিবংশেঽপি ইতি নিত্যমেব তাভির্লীলাগানলব্ধপরাণামহ্নাং কস্যচিদন্ত্যস্য প্রদোষে তৎপূর্বত এব ভোজনাদিকং বিধায় রাসার্থং শয্যাগৃহান্নির্গত্য গোষ্ঠাদ্বহির্নির্গতে শ্রীভগবতীতি জ্ঞেয়ম্। অতো ব্রজস্য পরমোৎসব ইতি সামান্যত এব তৈর্ব্যাখ্যাতং গোষ্ঠমিতি গোষ্ঠনিকটমিত্যর্থঃ। খুরবিক্ষতামিত্যাদিকং যুদ্ধোদ্যতমহামত্তবৃষভস্য স্বাভাবিক-মেব, তত্র খুরবিক্ষতামিতি স্থৌল্যাদি-স্বভাবেন খুরপাতৈরেব ॥ জী° ১॥

১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** অথ ইতি ২½ শ্লোক একসঙ্গে ব্যাখ্যা। **তর্হি**—তদা। ৩৫ অধ্যায়ে যেরূপ বর্ণিত হয়েছে, সেই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ যখন গোষ্ঠে (ঘরে গোশালায়) ফিরে এলেন 'তদা' তখন সন্ধ্যা। এ রূপই শ্রীবিষ্ণুপুরাণে দেখা যায়—"কদাচিৎ সন্ধ্যাবেলায় কৃষ্ণ রাসা-

রম্ভমাণঃ খরতরং পদা চ বিলিখন্ মহীম্ ।
উদ্যম্য পুচ্ছং ববাণি বিষাণাগ্রেণ চোদ্ধরন্ ।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শকৃন্মুঞ্চন্ মূত্রয়ংস্তব্ধলোচনঃ ॥ ২ ॥

২। অন্বয় ঃ [সঃ] খরতরং রম্ভমাণঃ (বৃষজাতি শব্দং কুর্বন্) পদামহীং বিলিখন্ (বিদারয়ন্) চ পুচ্ছং উদ্যম্য ঊর্ধ্বং কৃত্বা) বিষাণাগ্রেণ (শৃঙ্গাগ্রভাগেন) বপ্রাণি (প্রাচীর তটানি) উদ্ধরণ্ উৎক্ষিপন্) চ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শকৃৎ (পুরীষং) মুঞ্চন্ মূত্রয়ন্ স্তব্ধলোচনঃ (অনিমেষে লোচনে যস্য তথাভূত সন্) গোষ্ঠং [আগত]।

২। মূলানুবাদ ঃ সেই অসুর অতি কর্কশভাবে গর্জন করতে করতে পায় মাটি আঁচড়াতে আঁচড়াতে লাঙ্গুল ঊর্ধ্বে উঠিয়ে প্রাচীরের উপরস্থ সমতলভূমি শিং-এর আগা দিয়ে খুঁড়ে উঠিয়ে ছুঁড়ে দিতে দিতে অপলক নয়নে অল্প অল্প বিষ্ঠা ও মুত্র ত্যাগ করতে ল গল।

সক্ত হলে অরিষ্টাসুর ত্রাস সৃষ্টি করতে করতে সদম্ভে গোষ্ঠে সমাগত হল।" এইরূপই প্রায় শ্রীহরিবংশেও আছে। নিত্যই গোপীদের লীলাগানে দিবাভাগ মুখরিত থাকে। এমনি দিনের কোনও এক সন্ধ্যার পূর্বেই ভোজনাদি সমাধান করে নিলেন কৃষ্ণ। অতঃপর রাসের জন্য শয্যাগৃহ থেকে বের হয়ে গোষ্ঠের বাইরে চলে গেলেন—উল্লিখিত এই প্রসঙ্গটাই শ্রীস্বামিপাদ তাঁর টীকায় সংক্ষেপে বলেছেন, 'ব্রজের পরমোৎসব উপস্থিত হলে।'

[অথ—অনন্তর অরিষ্টের আগমন যা রাসের বিরুদ্ধ ভিন্ন প্রকরণ, তা আরম্ভ করতে গিয়ে 'অথ' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। —শ্রীস্বামিপাদ] গোষ্ঠম্ - গোষ্ঠ নিকটে। খুরবিক্ষতাম্ ইত্যাদি - পৃথিবীকে ঘুরে বিদীর্ণ ও কম্পিত করতে করতে—যুদ্ধোদ্যত মহামত্ত ষাঁড়ের পক্ষে ইহাই স্বাভাবিক, এখানে বিশাল ভারী শরীরের স্বভাবে বিদারণাদি খুরপাতেই হয়ে যাচ্ছিল ॥ জী ১ ॥

১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ

ষট্ত্রিংশে নিহতেঽরিষ্টে পিতরৌ রামকৃষ্ণয়োঃ।
জ্ঞাত্বা কংসো নারদাত্তৌ বদ্ধাক্রূরং সমাদিশৎ ॥

তর্হীত্যস্য যৎপদসাপেক্ষত্বাৎ প্রদোষে যদা কৃষ্ণো রাসার্থমুদ্যতোঽভূদিতি বিষ্ণুপুরাণবাক্যাদৃষ্ট্যা শেষো জ্ঞেয়ঃ। তচ্চ বাক্যং যথা। "প্রদোষার্ধে কদাচিত্তু রাসাসক্তে জনার্দনে। ত্রাসয়ন্ সমদো গোষ্ঠ-মরিষ্টঃ সমুপাগত" ইতি। অতএব রাসবিরুদ্ধার্থান্তরাধিকারার্থমথশব্দঃ। মহদত্যুচ্চং ককুৎ পৃষ্ঠাগ্রশিখা যত্র তথাভূতঃ কায়ো যস্য সঃ খুরৈর্বিদারিতাং মহীং কম্পয়ন্ ॥ বি° ১ ॥

১। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ ছত্রিশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে— অরিষ্টাসুর নিহত হলে শ্রীনারদের মুখে এই সংবাদ শুনে কংস রামকৃষ্ণের পিতামাতা বসুদেব দেবকীকে কারাগারে নিক্ষেপ করত অক্রূরকে আদেশ করল ব্রজে যাওয়ার জন্য।

যস্য নিহ্রাদিতেনাঙ্গ নিষ্ঠুরেণ গবাং নৃণাম্ ।
পতন্ত্যকালতো গর্ভাঃ স্রবন্তি স্ম ভয়েন বৈ ॥ ৩ ॥

নির্বিশন্তি ঘনা যস্য ককুদ্যচলশঙ্কয়া ।
তং তীক্ষ্ণশৃঙ্গমুদ্বীক্ষ্য গোপ্যো গোপাশ্চ তত্রসুঃ ॥ ৪ ॥

৩-৪। **অন্বয়** ঃ [হে] অঙ্গ যস্য নিষ্ঠুরেণ নিহ্রাদিতেন (গর্জিতেন ভয়েন গবাং নৃণাং [চ] গর্ভাঃ অকালতঃ স্রবন্তি স্ম বৈ (অপি চ) ঘনাঃ (মেঘা) অচলশঙ্কয়া (পর্বতভ্রান্ত্যা) যস্য ককুদি (ককুৎ প্রদেশে) নির্বিশন্তি, গোপাঃ চ তীক্ষ্ণশৃঙ্গং তম্ উদবীক্ষ্য (দৃষ্ট্বা তত্রসুঃ) ভীতাঃ বভূবুঃ ।

৩-৪। **মূলানুবাদ** ঃ অরিষ্ট যে ভয়ঙ্কর তাই বলা হচ্ছে যস্য ইতি ২½ শ্লোকে—

হে রাজন্ যে অরিষ্টের ভয়ঙ্কর বজ্রপাত তুল্য শব্দের ভয়ে অকালে গাভী ও স্ত্রীগণের গর্ভপাত হয়ে যাচ্ছিল,

আর মেঘমালা পর্বত মনে করে যার ঝুঁটির অন্তরালে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল, সেই তীক্ষ্ণশৃঙ্গবিশিষ্ট অরিষ্টাসুরকে ঊর্ধ্বনয়নে নিরীক্ষণ করে গোপ গোপীগণ অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন।

তর্হি—তদা। এই 'তদা' পদের 'যদা' পদের অপেক্ষা থাকায় ব্যাখ্যায় 'যদা' পদ আনতে হবে—যদা অর্থাৎ যখন সন্ধ্যাবেলায় কৃষ্ণ রসলীলায় প্রবৃত্ত হলেন 'তদা' (অরিষ্ট এল)। বিষ্ণুপুরাণ দৃষ্টে প্রদোষ অর্থাৎ সন্ধ্যা বাক্যটি পাওয়া যায়, যথা—"সন্ধ্যাবেলায় কোন একদিন কৃষ্ণ রসাসক্ত হলে অরিষ্টাসুর ত্রাস সঞ্চার করতে করতে সদম্ভে গোষ্ঠে সমাগত হল।" **অথ**—অতএব রাসবিরুদ্ধ ভিন্ন প্রকরণ আরম্ভে 'অথ' শব্দ। **মহাককুৎ**—বিশাল ঝুটিওয়ালা শরীরধারী অরিষ্ট নামক বৃষভাসুর। **খুরবিক্ষতাম**—খুরবিদারিতা পৃথিবীকে কাঁপাতে কাঁপাতে॥ বি° ১ ॥

২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ বিদারণাৎ। মহী পদা বিলিখন্নিতি চ মত্ততয়া যুদ্ধোদ্যমেন। অন্যত্তৈঃ ॥ জী ২ ॥

২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **মহাককুৎকায়ঃ**—স্থূলকায় প্রভৃতি স্বভাবে খুর ফেলাতেই মাটি বিদারণ হেতু বলা হল 'মহাককুৎকায়'। **পদা বিলিখন্**—পায়ের দ্বারাও মাটি খুঁড়ে তছ্নছ্ করে দিলো যুদ্ধোদ্যম-মত্ততায় ॥ জী° ২ ॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ খরতরং যথাস্যাত্তথা বিলিখংশ্চ। রম্ভামাণঃ বৃষভজাতিশব্দং কুর্বন্ বপ্রাণি প্রাচীরতটানি শকৃৎ পুরীষম্ ॥ বি° ২ ॥

২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **খরতরং রম্ভমাণঃ**—অতি কর্কশভাবে গর্জন করতে করতে **পদাবিলিখন্** পায় ভূমি আঁচড়াতে আঁচড়াতে। **বপ্রাণি**—প্রাচীরের উপরস্থ সমতলভূমি শি-এর আগা দিয়ে **উদ্ধরন্**—খুঁড়ে উঠিয়ে ছুঁড়ে দিতে দিতে। **শকৃৎ**—বিষ্ঠা **মুঞ্চণ্**, ত্যাগ করতে করতে। বি° ২ ॥

৩-৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ

ভয়ানকত্বমেবাহ—যস্যেতি সার্দ্ধদ্বয়কেন। নির্হ্রাদিতেন বজ্রনিষ্পেষবদ্ধ্বনিনা। অঙ্গেতি—সভয়মিব সম্বোধনং, স্ম প্রসিদ্ধৌ, বৈ নিশ্চয়ে॥ * মহেতি সূচিতং স্থৌল্যং দর্শয়তি নির্বিশন্তীতি, অচলে ককুদি চ প্রবেশে বুদ্ধিপূর্বকত্বমুৎপ্রেক্ষত এব, অচেতনত্বাৎ। উভয়ত্র ঘনপথ-পর্যান্তোচ্ছ্রায়স্তু বিবক্ষিত ইতি বিশেষশ্চান্যঃ শ্রীপরাশরেণোক্তঃ—'সতোয়তোয়দচ্ছায়স্তীক্ষ্ণশৃঙ্গোঽর্কলোচনঃ। লেলিহানঃ সনিষ্পেষং জিহ্বায়ৌষ্ঠৌ পুনঃ পুনঃ॥ সংরম্ভাবিদ্ধলাঙ্গূলঃ কঠিনস্কন্ধবন্ধনঃ। উদগ্রককুদাভোগঃ প্রমাণাদ্দুরতিক্রমঃ॥ বিন্মূত্রালিপ্ত-সর্বাঙ্গো গবামুদ্বেগকারকঃ। প্রলম্বকণ্ঠোঽতিমুখস্তরুঘাতাঙ্কিতাননঃ। সৃদয়ংস্তাপসানুগ্রো বনান্যটতি যঃ সদা॥' ইতি। উৎ উচ্চৈর্বীক্ষ্যাত্যুচ্চতর মহাকায়ত্বাৎ। অপ্যর্থে চকারঃ, কিং ব্যক্তব্যং স্ত্রীস্বভাবাদেগোপ্য ইতি গোপা অপি, তত্রস্থঃ পশবো ভীতাঃ, তস্য সুদুষ্টত্বাৎ। তচ্চোক্তং শ্রীবৈশম্পায়েনেন—'যুদ্ধসজ্জ-বিষাণাগ্রো দ্বিষদ্বৃষভসূদনঃ। অরিষ্টো নাম হি গবামরিষ্টো দারুণাকৃতিঃ॥ দৈত্যো বৃষভরূপেণ গোকুলং পরিধাবতি। পাতয়ানো গবাং গর্ভান্ ধৃষ্টো গচ্ছত্যনার্তবম্॥ ভঞ্জমানশ্চ চপলো গোষ্ঠং সংপ্রচচার হ। শৃঙ্গপ্রহরণো রৌদ্রঃ প্রহরন্ গোষু দুর্মদঃ। গোষ্ঠে তু ন রতিং লেভে বিনা যুদ্ধেন গোবৃষঃ॥' ইত্যাদি। এতাবন্তং কালমত্রানাগমনং তু কংসানুমত্যৈব ইতি লক্ষ্যতে। ॥ জী° ৩-৪ ॥

৩-৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ অরিষ্ট যে ভয়ঙ্কর, তাই বলা হচ্ছে, যস্য ইতি ২½ শ্লোকে—নির্হ্রাদিতেন – বজ্রপাতের মতো শব্দ দ্বারা। হে অঙ্গ— যেন ভয় পেয়ে রাজা পরীক্ষিতকে ডেকে উঠ্ছেন 'হে অঙ্গ' বলে। স্ম – প্রসিদ্ধিতে বৈ— নিশ্চয়ে।

এক শ্লোকে 'মহা' শব্দে ঐ ষাঁড়ের পীঠের ঝুঁটির যে স্থূলতা বলা হল, তা যে কি বিশাল তাই এখানে দেখান হচ্ছে— 'নির্বিশন্তি ঘনা' মেঘমালা পর্বতভ্রমে ঐ ষাঁড়ের ঝুঁটি অবলম্বনে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল, মেঘ ও পর্বত অচেতন হওয়া হেতু 'এই দাঁড়িয়ে গেল' বাক্যে মেঘে বুদ্ধির আরোপ করা হল, ইহা উৎপ্রেক্ষা মাত্রই। ঝুঁটি ও পর্বত উভয়ই মেঘ-পথ পর্যন্ত ঊর্ধ্বোগত, ইহাই বক্তব্য এখানে।

আর যা কিছু বিশেষ, তা শ্রীপরাশর বলেছেন— "সজল মেঘবর্ণ, তীক্ষ্ণশৃঙ্গ, সূর্যসমদীপ্তলোচন সেই অরিষ্ট জিহ্বা দ্বারা জোরে জোরে বারবার ওষ্ঠদ্বয় লেহন করছে। সদর্পে লাঙ্গুল ঘুরাচ্ছে। স্কন্ধ-বাঁধুনি শক্ত, পিঠের ঝুঁটি অতি উচ্চ ও বিশাল হওয়া হেতু দুর্লঙ্ঘ্য। সারা শরীর বিষ্ঠামূত্রে লেপটানো। গো-দের উদ্বেগ কারক। মেঘের মত গম্ভীর কণ্ঠ। মুখ-গহ্বর মস্ত। বৃক্ষের সঙ্গে ঘর্ষণে দাগে দাগে ভরা মুখমণ্ডল। শান্ত মুনিদের হিংসা করতে করতে সদা বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে।" উদ্বীক্ষ্য— ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে গোপ-গোপীগণ ঐ অসুরকে দেখলেন –অরিষ্ট অতি উচ্চ মহাকায় হওয়া হেতু। 'অপি' অর্থে চ কার. গোপগণও ভয় পেলেন, স্ত্রীস্বভাব গোপীদের কথা আর বলবার কি আছে। সেখানকার পশুগণও ভয় পেল— অরিষ্ট অতিশয় দুষ্ট হওয়া হেতু। এসম্বন্ধে শ্রীবৈশম্পায়ন বলেছেন "যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত চোখা শিং যুক্ত ষাঁড়ের-দ্বেষকারী দারুণাকৃতি গো-দের শত্রু অরিষ্ট নামক ধৃষ্ট দৈত্য ষাঁড়ের রূপ ধরে গোকুলে ধেয়ে এল – গো-দের গর্ভপাত করাতে করাতে ও ঋতুমতি না হওয়া গো-দের

পশবো দুদ্রুবুর্ভীতা রাজন্ সন্ত্যজ্য গোকুলম্ ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি তে সর্বে গোবিন্দং শরণং যযুঃ ॥ ৫ ॥

ভগবানপি তদ্বীক্ষ্য গোকুলং ভয়বিদ্রুতম্ ।
মা ভৈষ্টেতি গিরাশ্বাস্য বৃষাসুরমুপাহ্বয়ৎ ॥ ৬ ॥

৫। **অন্বয়** ঃ হে রাজন্! পশবঃ ভীতাঃ [সন্তঃ] গোকুলং গোষ্ঠং) সন্ত্যজ্য (ত্যক্ত্বা) দুদ্রুবুঃ (পলায়িতাঃ) [অথ] তে সর্বে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ইতি [বদন্তঃ] শরণং যযুঃ।

৬। **অন্বয়** ঃ ভগবান্ অপি তৎগোকুলং ভয়বিদ্রুতম্। (ভয়েন প্রাক্ ইতস্তত বেগেন গতং) তৎগোকুলং (স্বপাল্যমান্ গোকুলং) বীক্ষ্য মাভৈষ্ট ইতি গিরা (বাক্যেন) আশ্বাস্য বৃষাসুরং উপাহ্বয়ৎ (উপ স্বসমীপে গোষ্ঠাদ্ দূর এব আজুহাব)

৫। **মূলানুবাদ** ঃ হে রাজন্! পশুগণ ভীত হয়ে গোশালা একেবারে ত্যাগ করত ছুটে দূরে পালিয়ে গেল। গোপ-গোপী ও পশুরা সকলেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ডাকতে ডাকতে গোবিন্দের শরণাগত হল। এইরূপে তাঁদের যা করার ছিল করলেন।

৬। **মূলানুবাদ** ঃ তখন শ্রীভগবানও স্বপাল্যমান গোকুলবাসিদের ভয়বিহ্বল দেখে 'ভয় করো না' বাক্যে আশ্বস্ত করত সেই বৃষাসুরকে গোশালা থেকে দূরে নিজ নিকটে আহ্বান করলেন।

উপর বলাৎকার করতে করতে। সব কিছু ভাঙ্গ-চুর করতে করতে সেই চপল গোষ্ঠে ঘুরে বেড়াতে লাগল। শিং-এর গুঁতাগুঁতিতে ভীষণ— গো-দের গুঁতা দিতে দুর্ধর্ষ। গোষ্ঠে এসে গো-বৃষের সহিত যুদ্ধবিনাও সন্তোষ পায় না ঐ অসুর।" কংসের অনুমতি না হওয়াই এতদিন এর ব্রজে না আসার কারণ, এরূপ বুঝা যায়। জী°৩৪ ॥

৩-৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ নিহ্রাদিতেন শব্দেন। স্রবন্তি পতন্তীতি "আচতুর্থাৎ ভবেৎ স্রাবঃ পাতঃ পঞ্চমষষ্ঠয়ো"রিতি স্মৃতিঃ ॥ বি°৩-৪ ॥

৩-৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ নিহ্রাদিতেন— শব্দে। **স্রবন্তি পতন্তি ইতি**— চতুর্থ মাসের মধ্যে গর্ভপাত হলে তাকে গর্ভস্রাব বলে, আর পঞ্চম বা ষষ্ঠমাসে গর্ভপাত হলে তাকে গর্ভপাত বলে। —স্মৃতিঃ। বি°৩-৪ ॥

৫-৬। **শ্রীজীব বৈ° তো টীকা** ঃ — গোকুলং ব্রজ সংত্যজ্যেতি প্রদোষে বাঢ়মত্যাজ্যস্যাপি ব্রজস্য ত্যাগেন মহাভীতত্ব, তেন দূরে দ্রবণং চ সূচিতম্। অতএব হে রাজন্নিতি বিস্ময়েন তাদৃশভাবোদয়াদ্ভয়েনৈব বা। কৃষ্ণেত্যর্দ্ধকং, ততো গোবিন্দং শ্রীগোকুলেন্দ্রতয়াভিষিক্তং তমেব শরণং যযুঃ। কোলাহলশ্রবণেন শ্রীগোবর্দ্ধনরাসস্থলাদভিমুখময়ান্তং শরণতয়োপসেদুঃ। অন্যত্তৈঃ। যদ্বা, কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যেতন্মাত্রমেব ক্রোশন্তঃ ত্রস্তত্বাদ্রক্ষেত্যাদ্যন্যোক্তাবশক্তেঃ। ইত্থন্তে নিজকৃত্যং চক্রুঃ।

সপালৈঃ পশুভির্মন্দ ত্রাসিতৈঃকিমসত্তম।
ময়ি শাস্তরি দুষ্টানাং তদ্বিধানাং দুরাত্মনাম্ ॥ ৭ ॥

ইত্যাস্ফোট্যাচ্যুতোঽরিষ্টং তলশব্দেন কোপয়ন্।
সখ্যুরংশে ভুজাভোগং প্রসার্য্যাবস্থিতো হরিঃ ॥ ৮ ॥

৭। **অন্বয়** ঃ [হে] অসত্তম (দুষ্টাগ্রগণ্য) মন্দ অল্পবুদ্ধে, তদবিধানাং দুরাত্মনাং দুষ্টানাম্, শাস্তরি ময়ি [বর্তমানে সতি] গোপালৈঃ (গোপালকৈঃ সহ বর্তমানৈঃ) পশুভিঃ ত্রাসিতৈঃ (ভীতৈঃ তান্ ভীষয়িত্বা ইত্যর্থঃ) কিং (তব কিং ফলং ভবতি)।

৮। **অন্বয়** ঃ অচ্যুতঃ (তৎস্থানাৎ অবিচলিতঃ) হরিঃ ইতি (ইত্থং আহ্বায়ন্) আস্ফোট্য (করতলেন বাহুম আহত্য) তল শব্দেন (তেন হস্ততল শব্দেন) [তং] অরিষ্টং কোপয়ন্ সখ্যুঃ অংশে ভুজাভোগং (ভুজ এব 'আভোগ' সর্পদেহ তং) প্রসার্য্য অবস্থিতঃ [ভবতি ইতি শেষ]।

৭। **মূলানুবাদ** ঃ হে দুষ্টাগ্রগণ্য, রে মূঢ়, তোর তুল্য দুরাত্মা দুষ্টদের শাস্তি দাতা আমি বর্তমান থাকতে সপালক পশুগণকে ভয় দেখিয়ে কি করতে পারিস ?

৮। **মূলানুবাদ** ঃ স্বস্থানে অবিচলিত হরি এইরূপে আহ্বান পূর্বক ডান করতল দ্বারা বামবাহুমূলে চাপড় মেরে সেই শব্দে নিজ বীরত্ব প্রকাশ করত সেই অরিষ্টকে রাগিয়ে দিয়ে সখার কাঁধে সর্পদেহবৎ বাহু বিস্তার করে দিয়ে তাচ্ছিলের ভাবে দাঁড়ালেন।

শ্রীগোবিন্দোঽপি নিজকৃত্যং চকারেত্যাহ—ভগবানপীতি। অথেতি পাঠে অরিষ্টাগমনানন্তরমেব বা। তং স্বপাল্যমানং গোকুলং তত্রত্যাম্ সর্বানেবেত্যর্থঃ। বৃষরূপমসুরমিতি তং তাদৃশং জ্ঞাত্বেত্যর্থঃ। অত উপ স্বসমীপে গোষ্ঠাদ্দূর এবাহ্বয়ৎ। তত্র যুদ্ধোপদ্রববঞ্চনার্থমতএব বিবেশ গোষ্ঠম্ ইতিবক্ষ্যতে॥ জী°৫-৬॥

৫। **শ্রীজীব বৈ° তো টীকানুবাদ** ঃ গোকুলং - ব্রজ অর্থাৎ গোশালা **সংত্যজ্য** — সম্যক্ প্রকারে ত্যাগ করত। — সন্ধ্যাকালে একেবারেই ত্যাগের অযোগ্য হলেও এই গোশালার ত্যাগে গো সকলের মহাভীতি বুঝা যাচ্ছে। আরও এর দ্বারা ছুটে দূরে পলায়ন সূচিত হচ্ছে। অতএব শ্রীশুকদেবও বিস্ময়ে বা তাদৃশ ভাবোদয়ে ভয়ে 'হে রাজন্' বলে শ্রীপরীক্ষিৎকে সম্বোধন করলেন। সকলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ ইতি—ডাকলেন। ডাকার বেলায় 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ডাকলেন, আর শরণ নেওয়ার বেলায় 'গোবিন্দ' বললেন কেন ? এরই উত্তরে। গোকুল ও গো-সমূহের পালন কর্ত্তারূপে অভিষিক্ত কৃষ্ণের গোবিন্দ নামেই প্রসিদ্ধ, তাই পালন ব্যাপারে ঐ গোবিন্দ নামেরই স্ফূর্তি হল শ্রীশুকদেবের। [শ্রীজীব ক্রমসন্দর্ভ মূলে 'সর্বে' শব্দ থাকায় বুঝা যায় যে, পশুরাও 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলে ডেকেছিল। পশুরাও যে কথা বলে তা সুরভিগমনে পাওয়া যায়, যথা 'স্বসন্তানৈরুপামন্ত্র্যেতি' **শরণং যযু** কোলাহল শুনে শ্রীগোবর্ধনের রাসস্থলী থেকে রক্ষাকর্ত্তা রূপে ব্রজের দিকে আগমণ পর গোবিন্দের নিকটে সকলে গেলেন। [শ্রীধর—'কৃষ্ণ কৃষ্ণ'! রক্ষা কর, এইরূপ বলতে বলতে গোবিন্দের শরণাগত হলেন।]

অথবা, কৃষ্ণ কৃষ্ণ এইটুকু মাত্রই চিৎকার করলেন — ত্রস্ততাবশতঃ 'রক্ষা কর' ইত্যাদি অন্য কিছু বলতে পারলেন না। এইরূপে সংক্ষেপে তাঁরা সকলে নিজেদের কৃত্য করলেন। জী° ৫॥

৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ ভগবানপি** - [পূর্ব শ্লোকের সহিত অন্বয়] শ্রীগোবিন্দও নিজ কৃত্য করলেন। 'অপি' স্থানে 'অথ' পাঠও দেখা যায়। —এই পাঠে অর্থ', অরিষ্ট-আগমনের পরেই। **তৎ**—স্বপাল্যমান। **গোকুলং**- গোকুলের সকলকেই। **বৃষাসুরম্**, এ একটি বৃষরূপধারী অসুর, এরূপ জেনে। অতএব **উপাহ্বয়ৎ**—'উপ' নিজের নিকটে, গোষ্ঠের বাইরে দূরে ডেকে নিলেন,- যুদ্ধে উপদ্রব যাতে গোষ্ঠকে স্পর্শ না-করে সেই জন্য—তাই ১৫ শ্লোকে বলা হল অসুরকে নিহত করে কৃষ্ণ গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন। জী° ৬॥

৭-৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** আহ্বানপ্রকারমাহ— সপালৈরিতি বুদ্ধিবলাধিক্যাত্রাসে পালানাং গৌণত্বং, তদ্বৈপরীত্যাৎ পশূনাং মুখ্যত্বমিতি তথোক্তম্। গোপালৈরিতি পাঠঃ ক্বচিৎ। মন্দ অল্পবুদ্ধে, পশূনাং ত্রাসনাৎ। ত্রাসিতৈঃ কিং স্যাদপি তু ন কিমপি ফলমিত্যর্থঃ। কুতস্তদাহ—ময়ীতি শাস্তরি দণ্ডয়িতরি সতি। পাঠান্তরে যতো বলদর্পহাহং, দুষ্টানাং দুষ্টকর্মণাং, দুরাত্মনাং দুষ্টস্বভাবানাম্। অধুনৈব ময়া ত্বয়ি হতে সর্ব্ব এবৈতে নির্ভয়া ভবিষ্যন্তীতি ভাবঃ। তদ্বিধানামিতি —ত্বং শাসনীয় ইতি কিং বক্তব্যং, তদ্বদ্দুষ্টত্বানুকারকা অপি শাসনীয়া ইত্যর্থঃ। নন্বু বৃষরূপোঽহং কথং শাসনীয় ইতি চেত্তত্রাহ— অসত্তমেতি, তত্ত্বতো দুষ্টদৈত্য এব ত্বমসীত্যর্থঃ।

সখ্যুঃ শ্রীদাম্নোঽংসে ভুজেব ভোগঃ সুবৃত্তত্বপৃথুত্বায়তত্বাদিনাহিদেহস্তং, প্রসার্য্যেতি সাবজ্ঞত্বং দর্শিতম্। সখ্যুরিতি তস্যাপি তাদৃশত্ব-দর্শনায় ভাববিশেষেণ তৎসখ্যভাগ্যাভিনন্দনায় চ। অন্যত্তৈঃ। তত্রাচ্যুত ইতি তৎস্থানাদবিচলনাভিপ্রায়েণ, তথা চ শ্রীবৈশম্পায়নঃ। —'তস্মাৎ স্থানান্ন ব্যচলৎ কৃষ্ণো গিরিরিবাচলঃ' ইতি। শ্রীপরাশরশ্চ— 'ন চচাল ততঃ স্থানাদবজ্ঞাস্মিতলীলয়া' ইতি। হরিরিতি তাদৃশাবস্থানেন মনোহরণাৎ। জী° ৭-৮॥

৭-৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অসুরকে সম্বোধনের রীতি বলা হচ্ছে— সপালৈঃ ইত্যাদি শ্লোকে। হে অসত্তম, হে অল্পবুদ্ধি! **সপালৈ ইত্যাদি**— রাখালদের সহিত পশুদের ভয় দেখিয়ে কি করতে পারিস্— পশুদের থেকে রাখালদের বুদ্ধি অধিক, তাই ভয় বিষয়ে রাখালদের গৌণত্ব, এর বিপরীত অল্পবুদ্ধি পশুদের মুখ্যত্ব— বলাও হয়েছে সেই ভাবেই রাখাল সহ পশুদিগকে। কোথাও কোথাও 'গোপালৈঃ' পাঠও আছে। **মন্দ**—হে অল্পবুদ্ধে! পশুদের ত্রাস জন্মানো অল্পবুদ্ধি জনেরই কাজ। **ত্রাসিতৈঃ কিং**— ভয় দেখিয়ে হবেটা কি? কিছুই হবে না। —কেন এ কথা বলছ? এরই উত্তরে, **ময়ি শাস্তরি**— দণ্ডদাতা আমি বিদ্যমান থাকতে কি করতে পারিস? এর পাঠান্তর 'বলদর্পহাহং'। **দুষ্টানাং** — দুষ্টকর্মাদের। **দুরাত্মনাম্**— দুষ্টস্বভাব জনদের। এখানে কথার ভাব হল, এখন আমি তোকে বধ করলে এই গোকুলের সকলেই নির্ভয় হতে পারবে। তুই যে শাসন যোগ্য, এতে আর বলবার কি আছে— **তদ্বিধানাং**— সেইরূপ দুষ্টত্ব অনুকারক জনরাও শাসন যোগ্য, এরূপ অর্থ'। আচ্ছা, ভাল তো ভাল, বৃষশরীরধারী আমি কি করে শাসনযোগ্য হতে পারি?

সোঽপ্যেবং কোপিতোঽরিষ্টঃ খুরেণাবনিমুল্লিখন্ ।
উদ্যৎপুচ্ছভ্রমন্মেঘঃ ক্রুদ্ধঃ কৃষ্ণমুপাদ্রবৎ ॥ ৯ ॥

৯। **অন্বয়** ঃ এবং কোপিতঃ সঃ অরিষ্টঃ অপি খুরেণ অবনিং উল্লিখন্ (উৎক্ষিপন্) উদ্যৎপুচ্ছ ভ্রমন্মেঘঃ (ঊর্ধ্বং গচ্ছতা পুচ্ছেন ভ্রমন্তঃ মেঘাঃ যস্মাৎ সঃ) ক্রুদ্ধঃ (সন্) কৃষ্ণং উপাদ্রবৎ (তং প্রতি বেগেনাগমৎ)

৯। **মূলানুবাদ** ঃ কৃষ্ণের এইরূপ হাব-ভাবে কুপিত সেই অরিষ্ট, খুরদ্বারা ভূমি ঊর্ধ্বে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে ও ঊর্ধ্বগত পুচ্ছের স্পর্শে মেঘমালাকে বিঘূর্ণিত করতে করতে কৃষ্ণের দিকে ছুটে গেল।

এরূপ কথার আশঙ্কায় বলা হচ্ছে, **অসত্তম**— অহো, শরীরে বৃষ হলেও তত্ত্বতো তুই তো একটা দুষ্ট দৈত্য।

সখ্যুঃ – শ্রীদামের **অংসে**— কাঁধে **ভুজাভোগং**— ভুজই 'ভোগঃ' সর্পদেহ, সুগোল-স্থূল- লম্বা প্রভৃতি লক্ষণে সর্পদেহতুল্য বাহু **প্রসার্য**— স্থাপন করত বিরাজমান হলেন, —এইরূপে অসুরের প্রতি একটা তাচ্ছিল্যের ভাব দর্শিত হল। **'সখ্যুঃ ইতি'**— এই সখাকেও এই বৃষের স্বরূপ দেখাবার জন্য, স্পর্শে তাকে দিব্যদৃষ্টি দান করলেন। আরও ভাববিশেষে সেই সখার কাঁধে হাত দিলেন, তার ভাগ্য অভিনন্দনের জন্য। [আর যা কিছু শ্রীস্বামিপাদ বলেছেন] **অচ্যুত**— এই যে তাচ্ছিল্যের ভাবে দাঁড়ালেন সেখান থেকে [ন+চ্যুত] একটুও নড়লেন না। —ইহাই অভিপ্রায় এই পদের। শ্রীবৈশাম্পায়ন এরূপই বলেছেন— "পর্বতের মতো অচল কৃষ্ণ সেই স্থান থেকে একটুও নড়লেন না।" শ্রীপরাশরও তাই বলেছেন— সেইস্থান থেকে একটুও নড়লেন না— অবজ্ঞা-স্মিত মুখভাবে দাঁড়িয়ে রইলেন ॥ জী°৭-৮ ॥

৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ পশুভির্গোভিশ্চ। অসত্তমেতি বৃষরূপস্য তব বধে গোবধপাপং ন স্যাদিতি ভাবঃ ॥ বি°৭ ॥

৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **পশুভিঃ**— গো-দের (ভয় দেখিয়ে কি হবে ?) **অসত্তমইতি**— বৃষরূপী তোর বধে গোবধপাপ হবে না, এরূপ ভাব। বি°৭ ॥

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ আস্ফোট্য করতলেন বামবাহুমাহত্য তেন তলশব্দেন স্ব-শৌর্যদ্যোতকেনেত্যর্থঃ। সখ্যুঃ সুবলস্য স্কন্ধে ভুজা ভুজ এব ভোগঃ সর্পদেহস্তং প্রসার্যেতি সাবজ্ঞত্বং দর্শিতম্ ॥ বি°৮ ॥

৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **আস্ফোট্য**— ডান হাতের তালুদ্বারা বামবাহুমূলে চাপড় মেরে। **তলশব্দেন**— সেই চাপড়ের শব্দে নিজ বীরত্ব প্রকাশ করে। **সখ্যুরংশে**—সখা সুবলের কাঁধে **ভুজাভোগং**— সর্পদেহবৎ ভুজ বিস্তার করে— এইরূপে তাচ্ছিল্যের ভাব দেখান হল। বি°৮ ॥

৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ উদ্যতা পুচ্ছেন চলন্তঃ তস্য স্পর্শাদ্বাতাদ্বা ইতস্ততো নিপতন্তো মেঘা যস্মাৎ, উপাদ্রবৎ সমীপে বেগনাগমৎ ॥

অগ্রন্যস্তবিষাণাগ্রঃ স্তব্ধাসৃগ্লোচনোঽচ্যুতম্ ।
কটাক্ষিপ্যাদ্রবৎ তূর্ণমিন্দ্রমুক্তোঽশনির্যথা ॥১০॥

গৃহীত্বা শৃঙ্গয়োস্তং বা অষ্টাদশ পদানি সঃ ।
প্রত্যাপোবাহ ভগবান্ গজঃ প্রতিগজং যথা ॥ ১১ ॥

১০। **অন্বয়** ঃ অগ্রন্যস্তবিষাণাগ্র (অগ্রে ন্যস্তে শৃঙ্গাগ্রে যস্য সঃ) স্তব্ধসৃক্ লোচনঃ (স্তব্ধে রক্তনেত্রে যস্য সঃ) অচ্যুতং (শ্রীকৃষ্ণং) কটাক্ষিপ্য ইন্দ্রমুক্তঃ (ইন্দ্রেন নিক্ষিপ্তঃ) অশনিঃ যথা (বজ্রইব) তূর্ণম্ (সত্বরম্) অদ্রবৎ (তং প্রতি অগচ্ছৎ) ।

১১। **অন্বয়** ঃ সঃ ভগবান্ শৃঙ্গয়োঃ তং গৃহীত্বা গজঃ প্রতিগজং (বিপক্ষ গজং) যথা (ইব) অষ্টাদশপদানি প্রত্যোপবাহ (প্রতিলোমুচ্চিক্ষেপ) ।

১০। **মূলানুবাদ** ঃ শৃঙ্গাগ্র সম্মুখে ন্যস্ত করে গর্বিত রক্তচক্ষু হয়ে তেরছা দৃষ্টিতে তর্জন করতে করতে সেই অসুর ইন্দ্রনিক্ষিপ্ত বজ্রের মতো কৃষ্ণের দিকে ছুটে চলল।

১১। **মূলানুবাদ** ঃ তখন পরমবিনোদী কৃষ্ণ শৃঙ্গদ্বয় ধরে ঐ অসুরকে বিপরীত দিকে অষ্টাদশ পা দূরে ঠেলে নিয়ে ফেলে দিলেন, যেমন গজ প্রতিদ্বন্দ্বী গজকে ঠেলে ফেলে দেয়।

৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** — **উদ্যৎপুচ্ছভ্রমন্মেঘ** ঃ—সেই বৃষ লেজ খাঁড়া করে ঘুরাতে লাগল, এই ঘূর্ণমান লেজের স্পর্শে বা তার বাতাসে মেঘমালা ইতস্ততঃ ঝরে পড়তে লাগল— এইরূপ ক্রুদ্ধ অসুর উদ্ধতভাবে কৃষ্ণের দিকে ছুটে গেল। জী° ৯ ॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ উদ্যতা ঊর্ধ্বং গচ্ছতা পুচ্ছেন ভ্রমন্তো মেঘা যস্মাৎ সঃ ॥ ৯ ॥

৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **উদ্যতা**—ঊর্ধ্বে তোলা লেজের দ্বারা মেঘজাল বিঘূর্ণিত হল যার তেজে সেই বৃষাসুর ॥ বি° ৯ ॥

১০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ কথম্ ? তদাহ—অগ্রেতি অত্র কটাক্ষ-শব্দৈকদেশেন কটা-শব্দেন স এবোচ্যতে। কুটা-শব্দেন গাঙ্কুটাদিত্যাদি সূত্রলক্ষিতপাদবৎ। ততঃ কটা কটাক্ষেণাক্ষিপ্য তির্য্যক্‌দৃষ্ট্যা সংতর্জ্জ্যেত্যর্থঃ। তূর্ণদ্রবণে পরাসহত্বে চ দৃষ্টান্তঃ—ইন্দ্রেণ মুক্তো বলাৎ প্রক্ষিপ্তোঽশনির্যথেতি। অচ্যুতমিতি— তত্র তস্য বৈয়র্থ্যং বোধয়তি ॥ জী° ১০ ॥

১০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ সেই অসুর কিরূপে চলল ? এরই উত্তরে 'অগ্র' ইতি। **কটাক্ষিপ্য** – [কটা + আক্ষিপ্য] 'কটা' কটাক্ষের দ্বারা অর্থাৎ তেরছা দৃষ্টিতে তাকিয়ে 'আক্ষিপ্য' ভয়ঙ্কর তর্জন করতে করতে **অদ্রবৎ তূর্ণম্**— তীরবেগে ছুটে চলল – এই চলা বিষয়ে ও পর-অসহ্যত্বে দৃষ্টান্ত – ইন্দ্রের দ্বারা জোরে নিক্ষিপ্ত বজ্রের মতো। **অচ্যুতম্** – এই পদের দ্বারা অসুরের ব্যর্থতা বোঝানো হল ॥ জী° ১০ ॥

সোঽপবিদ্ধো ভগবতা পুনরুত্থায় সত্বরঃ।
আপতৎ স্বিন্নসর্বাঙ্গো নিঃশ্বসন্ ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ ॥ ১২ ॥

তমাপতন্তং স নিগৃহ্য শৃঙ্গয়োঃ
পদা সমাক্রম্য নিপাত্য ভূতলে।
নিষ্পীড়য়ামাস যথার্দ্রমম্বরং
কৃত্বা বিষাণেন জঘান সোঽপতৎ ॥ ১৩ ॥

১২। **অন্বয়** ঃ ভগবতা (কৃষ্ণেন) অপবিদ্ধ (অপক্ষিপ্তঃ) সঃ পুনঃ উত্থায় সিন্ন (ঘর্মাক্তঃ) সর্বাঙ্গ নিঃশ্বসন্ (নিঃশ্বাসং ত্যজন্) ক্রোধমূর্চ্ছিতঃ [সন্] সত্বরম্ আপতং (আজগাম)।

১৩। **অন্বয়** ঃ সঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ, আপতন্তং (আগচ্ছন্তম্) তং শৃঙ্গয়োঃ নিগৃহ্য (নিতরাং গৃহীত্বা) পদা (পাদেন) সমাক্রম্য ভূতলে নিপাত্য আর্দ্রং অম্বরং যথা নিষ্পীড়য়ামাস [তথা] কৃত্বা (বিষাণমুৎপাট্য) [তেন] বিষাণেন জঘান (তং হতবান্) [ততঃ] সঃ (অসুরঃ) অপতৎ (ভূমৌ পতিতঃ)।

১২। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত হয়েও পুনরায় উত্থিত হয়ে ঘর্মাক্ত-সর্বাঙ্গ সেই অসুর ক্রোধোন্মত্ত হয়ে ফোঁস ফোঁস করতে করতে শ্রীকৃষ্ণের দিকে ছুটে এল।

১৩। **মূলানুবাদ** ঃ ছুটে আসা সেই অসুরের শিং দুটি একসঙ্গে শক্ত মুঠিতে ধরে কৃষ্ণ তাকে ভেজা কাপড়ের মতো যেমন তেমন ভাবে মোচড়াতে লাগলেন। অতঃপর তার বাম শিং উপরিয়ে নিয়ে তাই দিয়ে ঘা মারলেন, এতেই সে ভূপাতিত হল।

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ স্তব্ধে অস্যগ্রোচনে রক্তনেত্র যস্য সঃ। কটা কটাক্ষস্তয়া আক্ষিপ্য তির্যগদৃষ্ট্যা সন্ত্যজ্য ইত্যর্থঃ। বি°১০ ॥

১০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **স্তব্ধা ইত্যাদি** — গর্বিত রক্তচক্ষু হয়ে সেই বৃষাসুর। **কটাক্ষিপ্য**—তেরছা দৃষ্টিদ্বারা তর্জন করতে করতে। বি° ১০ ॥

১১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ বৈ প্রসিদ্ধৌ, স পরমবিনোদশীলঃ, বিনোদমেব দৃষ্টান্তেনাভিব্যঞ্জয়তি— গজঃ স্বপ্রতিভটগজং যথেতি তদ্‌যোগ্যমেব বলমাবিষ্কৃত্যেত্যর্থঃ। জী°১১ ॥

১১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ বৈ— প্রসিদ্ধিতে। স— পরমবিনোদশীল সেই বিনোদ (বিহার) দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রকাশ করা হচ্ছে, **গজঃ প্রতিগজং যথা**— গজ যেমন নিজ প্রতিপক্ষ গজের প্রতি তার যোগ্য বলই প্রকাশ করত যুদ্ধরসে মাতে। জী°১১ ॥

১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ প্রত্যপোবাহ প্রতিলোমং ব্যনুদৎ। বি°১১ ॥

১১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **প্রত্যপোবাহ**— [প্রতিলোমমুচ্চিক্ষেপ— শ্রীবলদেব] বিপরীত দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। বি°১১ ॥

অসৃগ্বমন্‌ মূত্রশকৃৎ সমুৎসৃজন্‌
ক্ষিপংশ্চ পদাননবস্থিতেক্ষণঃ।
জগাম কৃচ্ছ্রং নিঋতেরথ ক্ষয়ং
পুষ্পৈঃ কিরন্তো হরিমীড়িরে সুরাঃ ॥ ১৪ ॥

১৪। **অন্বয়** ঃ [অথ সঃ অসুরঃ] অসৃক্‌ (রক্তং) বমন্‌ মূত্রং শকৃৎ (বিষ্ঠাঞ্চ) সমুৎসৃজন্‌ (সম্যক্‌ মুঞ্চন্‌) পাদান্‌ ক্ষিপন্‌ (ইতস্ততঃ সঞ্চারয়ন্‌) অনবস্থিতেক্ষণঃ (চঞ্চললোচনঃ সন্‌) অথ কৃচ্ছ্রং (কষ্টং যথা ভবতি তথা) নিঋতেঃ (মৃত্যোঃ) ক্ষয়ং (নিবাসং) জগাম। সুরাঃ পুষ্পৈঃ কিরন্তঃ শ্রীকৃষ্ণং ঈড়িরে (তুষ্টুবুঃ)।

১৪। **মূলানুবাদ** ঃ অতঃপর সেই অসুর রক্তবমন বিষ্ঠা-মূত্র ত্যাগ করতে করতে, ইতস্তত, পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে, ঘূর্ণিত-নয়ন হয়ে অতি কষ্টে অতঃপর যমালয়ে গমন করল। দেবতাগণ পুষ্প-বৃষ্টি করতে করতে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করতে লাগলেন।

১২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ সত্বরং যথা স্যাৎ, পাঠান্তরে সত্বরঃ সন্‌ ক্রোধেন মূর্চ্ছিতো বিস্মৃতাত্মা খিন্নসর্ব্বাঙ্গঃ পরিশ্রান্তত্বাৎ ক্রোধাদেব বা ॥ জী°১২ ॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ অপবিদ্ধঃ অপক্ষিপ্তঃ ॥ বি°১২ ॥

১২। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **অপবিদ্ধ**— পশ্চাতে নিক্ষিপ্ত। বি°১২ ॥

১২। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **সত্বরম্‌** - ঝট্‌পট্‌ **উত্থায়**— উঠে পরে। পাঠান্তরে **সত্বরঃসন্‌**— সতর্ক হয়ে। **ক্রোধম্মূর্চ্ছিতঃ**— ক্রোধে বিস্মৃতমনা, **খিন্নসর্বাঙ্গঃ**— সর্বাঙ্গ অবসাদগ্রস্ত পরিশ্রান্ত হওয়া হেতু বা ক্রোধে। জী°১২ ॥

১৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ অধুনা দুষ্টস্যতস্য বধং হর্ষেণ গায়ন্নিবাহ—তমিতি দ্বাভ্যাম্‌। কৃত্বা বিষাণমুৎপাট্য, তথা চ বিষ্ণুপুরাণে— 'উৎপাট্য শৃঙ্গমেকঞ্চ তেন বাহতাড়য়ত্তথা' ইতি। শ্রীহরিবংশে চ—'শৃঙ্গঞ্চাস্য পুনঃ সব্যমুৎপাট্য যমদণ্ডবৎ। তেনৈব প্রাহরদ্বক্ত্রং স মমার বৃষো হতঃ॥' ইতি। অপতৎ মৃতঃ। জী°১৩ ॥

১৩॥ **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ এখন আনন্দে সেই দুষ্টের বধ গানের মতো করে বলছেন, তম্‌ ইতি দুইটি শ্লোকে। **কৃত্বা**— শিং উপড়ে নিয়ে তাই দিয়ে আঘাত করলেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে সেইরূপই আছে— "একটি শিং উপড়ে নিয়ে তাই দিয়ে আঘাত করলেন" আরও শ্রীহরিবংশে – "পুনরায় সেই অসুরের ডান শিং উপড়ে নিয়ে সেই যমযষ্টিবৎ শিং দিয়েই ওর মুখে প্রহার করলেন— সেই মারমুখো অসুর হত হল।" **অপতৎ**— মরে গেল। জী°১৩ ॥

১৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ শৃঙ্গয়োর্নিগৃহ্য নিতরাং গৃহীত্বা। আর্দ্রমম্বরং কৃত্বা যথা কশ্চিন্নিষ্পীড়য়ামাস। ততশ্চ বিষাণেন উৎপাটিতেন তং জঘান ॥ বি°১৩॥

এবং ককুদ্মিনং হত্বা স্তূয়মান স্বজাতিভিঃ।
বিবেশ গোষ্ঠং সবলো গোপীনাং নয়নোৎসবঃ ॥ ১৫ ॥

১৫। অন্বয় ঃ এবং (ইত্থং) (ককুদ্মিনং ককুদবন্তং বৃষাসুরং) হত্বা স্বজাতীভিঃ (গোজনৈঃ) স্তূয়মানঃ গোপীনাং নয়নোৎসবঃ সবলঃ [শ্রীকৃষ্ণঃ] গোষ্ঠং বিবেশ।

১৫। মূলানুবাদ ঃ এইরূপে ঝুঁটিবিশিষ্ট বৃষাসুর বধ করত গোপীদের নয়নোৎসব কৃষ্ণ বলদেবের সহিত গোষ্ঠে প্রবেশ করলেন, গোপগণের স্তব মুখে।

১৩। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ শৃঙ্গযোনিগৃহ্য – শিং দুটি শক্ত মুঠিতে ধরে সেই অসুরকে ভেজা কাপড়ের মতো যেমন তেমন ভাবে মোচড়াতে লাগলেন। অতঃপর তাঁর বাম শিং উৎপাটিত করে নিয়ে, তাই দিয়ে তাকে ঘা মারলেন। বি° ১৩ ॥

১৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ তৎপ্রকারমেবাহ – অসৃগিতি সম্যগুৎসৃজন্ মুঞ্চন্নিতি কিঞ্চিৎ কিঞ্চিচ্ছকৃন্মুঞ্চন্নিতি পূর্বোক্তাৎ বিশেষার্থঃ। নির্ঋতেঃ ক্ষয়ং জগামেতি শ্রীমুনীন্দ্রস্য ক্রোধময়মেব বচনম্। বস্তুতস্তু—'যে চ প্রলম্ব-খর-দদ্দুর-কেশ্যরিষ্ট-' (শ্রীভা ২।৭।৩৪) ইত্যাদাবস্যাপি মোক্ষশ্রবণাৎ। নির্ঋতের্মৃত্যোর্হেতোঃ ক্ষয়ং ভগবন্নিবাসং গত ইত্যেবার্থঃ। অথ তন্মরণানন্তরমেব সুরা ঈড়িরে ইতি তদ্ভয়েন সদ্যস্তেষাং তত্রাশক্তেঃ ॥ জী° ১৪ ॥

১৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ সেই মরার নমুনাটা বলা হচ্ছে, অসৃক্ ইতি। সমুৎসৃজন্—পেট ঝেঁড়ে বিষ্ঠা ত্যাগ করল— পূর্বে দুই শ্লোকে একটু একটু বিষ্ঠা ত্যাগের কথা বলা হয়েছে, তাই এখন বিশেষভাবে বলবার জন্য এই পদের প্রয়োগ। [শ্রীধর – নির্ঋতেক্ষয়ং—'নির্ঋতে' যমের 'ক্ষয়ং' আলয় অর্থাৎ যমালয় [শ্রীবলদেব – নির্ঋতে –মৃত্যু হেতু ক্ষয় –শ্রীভগবানে লীন হয়ে গেল অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্ত হল।] নির্ঋতে ক্ষয়ং জগাম—যমালয়ে গেলে, এ শ্রীশুকের ক্রোধময় বচন। অতঃপর সুরাঃঈড়িরে—দেবতাগণ স্তব করতে লাগলেন— তারা তৎক্ষণাৎই ঐ অসুরের ভয়ে সেখানে আসতে পারলেন না। জী° ১৪ ॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ কৃচ্ছ্রং কষ্টং জগাম প্রাপ। অথ নির্ঋতের্মৃত্যোঃ সকাশাৎ ক্ষয়ং বধং জগাম। নির্ঋতিরেবাগত্য তং জঘান নতু কৃষ্ণ ইত্যুৎপ্রেক্ষা সতু সদ্যোমুক্তিং প্রাপ পুষ্পৈ পুষ্পানি কিরন্তঃ বর্ষন্তঃ ॥ বি° ১৪ ॥

১৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ কৃচ্ছ্রং জগাম—কষ্ট পেল। অথ—অতঃপর যমের হাতে ক্ষয়ং—নিহত হল। যম এসেই তাকে বধ করল, কৃষ্ণ নয় এইরূপ উৎপ্রেক্ষা। ঐ অসুর সদ্যমুক্তি পেল। পুষ্পৈঃকিরন্তঃ—পুষ্পবৃষ্টি করল ॥ বি° ১৪ ॥

১৫। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ স্বজাতিভিঃ গোপৈরিতি—তেষামেবান্তরঙ্গত্বং বিবক্ষিতম্। সবল ইত্যরিষ্টবধেঽনুজস্নেহেন স্বক্রীড়াতস্তস্যাপ্যাগমনাৎ। নয়নোৎসব ইতি স্বাভাবিকত্বমুক্তং, তদানীন্তু মহাশত্রুং মারয়িত্বাগতস্য তস্য বৈশিষ্ট্যং বোধয়তি। অত্র যদুক্তং শ্রীহরিবংশে – 'স চোপেন্দ্রো বৃষং

হত্বা কান্তচন্দ্রে নিশামুখে। অরবিন্দাভনয়নঃ পুনরেব ররাম হ॥' ইতি। তত্র গোষ্ঠ-প্রবেশানন্তরং পুনর্নির্গম্যেতি জ্ঞেয়ম্। ইতি শ্রীভগবতস্তত্র রাগবিশেষো দর্শিতঃ। যচ্চোক্তমাদিবারাহে শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমে—'গঙ্গায়াশ্চোত্তরং গত্বা দেবদেবস্য চক্রিণঃ। অরিষ্টেন সমং যত্র মহদ্‌যুদ্ধং প্রবর্ত্তিতম্॥ ঘাতয়িত্বা ততস্তস্মিন্নরিষ্টং বৃষরূপিণম্। কোপেন পার্ষ্ণিঘাতেন মহাস্তীর্থং প্রকল্পিতম্॥ বৃষভস্য বধো জ্ঞেয় আত্মনঃ শুদ্ধিমিচ্ছতা। স্নাতস্তত্র তদা কৃষ্ণো বৃষং হত্বা সগোপকঃ॥ বিপাপ্‌মা রাধাং প্রোবাচ কথং ভদ্রে ভবিষ্যসি। বৃষো হতো ময়া চায়মরিষ্টঃ পাপসূচকঃ॥ তত্র রাধা সমাশ্লিষ্য কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্। স্বনাম্না বিদিতং কুণ্ডং কৃত তীর্থমদূরতঃ॥ রাধাকুণ্ডমিতি খ্যাতং সর্ব্বপাপহরং শুভম্। অরিষ্টরাধা-কুণ্ডাভ্যাং স্নানং ফলমবাপ্নুতে॥ রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং নাত্র কার্য্যা বিচারণা। গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা চ পাপং ক্ষিপ্রং প্রণশ্যতি॥' ইতি। তত্রায়মর্থঃ—গঙ্গায়া মানসগঙ্গায়াঃ চক্রিণঃ করচরণাদিগত-তদাদি-মহাভগবল্লক্ষণস্য দেবদেবস্য দিব্যাতিদিব্যৈশ্বর্য্যমাধুর্য্যস্য শ্রীকৃষ্ণস্যেত্যর্থঃ। যত্র মহদ্‌যুদ্ধং প্রবর্ত্তিতং প্রবৃত্ত', ঘাতয়িত্বা কোপেন গোষ্ঠোপদ্রবহেতুক কোপবিশেষেণ যঃ পার্ষ্ণিঘাতস্তেন পৃথিব্যাস্তদ্‌যুদ্ধপ্রপঞ্চ-শুশ্রূষমা-শঙ্ক্যাহ—বৃষভস্যেতি। মম তল্লীলাকথনাবেশে সতি তীর্থমহাত্ম্যকথনং ন স্যাদিতি ভাবঃ। বৃষানুকর্ত্তৃ-বধাৎ শুদ্ধিং তদনুকরণমিচ্ছতা ইচ্ছন্নিত্যর্থঃ। মহাতীর্থমিদং পাতালাৎ সমুত্থিতমিতি ব্যাজেন স্বতীর্থ-মহিমদর্শনায় তত্র স্নাতশ্চ, তদেবং স্নানানন্তরং মূলানুসারেণ গোষ্ঠং প্রবিশ্য দ্বিত্রিদণ্ডান্ স্থিত্বা শ্রীহরি-বংশানুসারেণ পুনরপি রাসায় বেণুবাদ্যাদি-সঙ্কেতেন শ্রীরাধিকাদিভিঃ সহ হতারিষ্টে রাসবর্ত্মনি তত্র সর্বাভ্যঃ পৃথগ্‌গতস্য তাং প্রতি সনর্ম্মবচনমাহ বিপাপ্‌মা ইতি। তৎপরিহাসাশঙ্কয়া বিপাপ্‌মত্বং ব্যঞ্জয়ন্নি-ত্যর্থঃ। মম তাবৎ পাপং নোৎপন্নমেব, প্রত্যুত তীর্থনির্মাণপুণ্যেন কৃতকৃত্যঃ সিদ্ধসর্বার্থোঽভূবম। এতাদৃশতীর্থনির্মাণাভাবাৎ ত্বং কথং ভদ্রে পুণ্যবিষয়ে ভবিষ্যসীত্যর্থঃ। বিপাপ্‌মত্বমেব ব্যঞ্জয়তি—বৃষো বৃষাকারমাত্রোঽরিষ্টনামা পাপসূচকঃ সুদুশ্চারিত্রেণ নিজপাপত্বেনাস্তরত্বমেব যো ব্যঞ্জয়তীতার্থঃ। লব্ধচিন্তায়াঃ শ্রীরাধায়াস্তু তন্মিলনে স্নেহ এবোদিতবানিত্যাহ—তত্রেতি তৎপ্রসঙ্গে সমাশ্লিষ্য স্বাভাবিকীং লজ্জামপি ত্যজন্তী সম্যগালিঙ্গ্য ততস্তৎসৌহার্দ্দেন স্বয়মপি তত্র কুণ্ডং কৃতবতীত্যাহ - স্বনাম্নেতি রাধেতি রাধয়েত্যর্থঃ। স্বয়মিতি জ্ঞেয়ম। স্বয়ং কর্ত্রীকত্বেনৈব তৎকুণ্ডতুল্যতা-প্রাপ্তেঃ সখীলক্ষসহায়ত্বাৎ কুণ্ডস্য স্বল্পপ্রমাণত্বাচ্চ। অতএব সমাশ্লিষ্য কৃতমিতি তদৈব কারণং বোধ্যতে। তচ্চারিষ্টখুরচূর্ণিত-বহুল মৃদপসারণয়া প্রথমমীষদেব, পশ্চাত্তু বিশেষত ইতি জ্ঞেয়ম্। অদূরতস্তৎকুণ্ডযুগ্মতয়েত্যর্থঃ। অধুনাপি তথা শ্রীগোবর্দ্ধনেশানকোণান্তে দৃশ্যত ইতি॥ জী° ১৫॥

১৫। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ স্বজাতিভিঃ— গোপগণের দ্বারা (স্তুত)— এই পদে তাঁদের অন্তরঙ্গতা দেখান হল। সবলঃ বলরামের সহিত গোষ্ঠে (ঘরে) ফিরে এলেন—এই রূপে অরিষ্ট বধের ব্যাপারে ছোটভাই এর প্রতি স্নেহ উচ্ছলিত হয়ে উঠায় নিজক্রীড়া ছেড়ে দিয়ে বলরামেরও ভাই-এর সঙ্গেই গোষ্ঠে আগমন হল। নয়নোৎসবঃ—কৃষ্ণের রূপটি স্বাভাবিক ভাবেই

জগজ্জনের নয়নের আনন্দস্বরূপ—সেই সময় কিন্তু মহাশত্রু বধ করে আগত তাঁর সেই নয়নানন্দ রূপে একটি অপূর্ব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠল, সেই কথাই বুঝানো হয়েছে এই পদে। এই বিষয়ে শ্রীহরিবংশের উক্তি, যথা—"সেই কমলনয়ন কৃষ্ণ বৃষাসুরকে বধ করে কমনীয় চন্দ্রে উদ্ভাসিত নিশামুখে পুনরায় বিহার করতে লাগলেন।" এখানে বুঝতে হবে, বন থেকে ফিরে গোষ্ঠে প্রবেশ করবার পর পুনরায় গোষ্ঠ থেকে বেরিয়ে বনে গিয়ে বিহার করলেন। শ্রীহরিবংশের শ্লোকে কৃষ্ণের রাগ-বিশেষ দর্শিত হয়েছে। এই লীলা আদিবরাহে শ্রীগোবর্ধন পরিক্রমা প্রকরণে উক্ত হয়েছে, যথা—মানসগঙ্গার উত্তরে করচরণাদির চক্রাদি চিহ্নধারী দেবদেব শ্রীকৃষ্ণ অরিষ্টের সঙ্গে মহাযুদ্ধ আরম্ভ করলেন। যুদ্ধে সেই বৃষরূপী অরিষ্টকে বধ করবার পর সেই স্থানে ক্রোধে পায়ের গোড়ালির আঘাতে শ্যামকুণ্ড, বা অরিষ্টকুণ্ড নামক মহাতীর্থ প্রকাশ করলেন, কৃষ্ণ নিজের শুদ্ধির ইচ্ছায় গোপবালকদের সহিত সেই কুণ্ডে স্নান করলেন। কৃষ্ণ রাধাকে জিজ্ঞাসা করলেন হে ভদ্রে! আমি কি করে পাপমুক্ত হবো। —আমার দ্বারা পাপসূচক এই অরিষ্ট হত হয়েছে। এই কথা শুনে শ্রীরাধা অনায়াসে কার্যসমাধানকারী কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করে নিকটেই নিজ নামে পরিচিত মহাতীর্থ এক কুণ্ড নির্মান করলেন, রাধাকুণ্ড নামে বিখ্যাত এই কুণ্ড সর্বপাপহর কল্যানকর। শ্যামকুণ্ডে ও রাধাকুণ্ডে স্নান করলে রাজসূয় অশ্বমেধ যজ্ঞ থেকে অধিক ফল পাওয়া যায়—আরও গোহত্যা ও ব্রহ্মহত্যাপাপ অতি সত্বর বিনাশ প্রাপ্ত হয়—এ বিষয়ে তর্কের যোজনা করা উচিত হবে না।" —আদিবরাহবাক্য শেষ। উক্ত বাক্যের অর্থ এরূপ চক্রিণঃ'—করচরণাদিগত চক্রাদি মহাভাবলক্ষণযুক্ত 'দেবদেবস্য'—দিব্যাতি দিব্য ঐশ্বর্য-মাধুর্যময় শ্রীকৃষ্ণ। 'যত্র'—যেখানে মহত্ব বিশিষ্ট যুদ্ধ 'প্রবর্ত্তিতং' আরম্ভ করা হয়েছে। 'কোপেন' গোষ্ঠের উপর উপদ্রব সৃষ্টি করার কারণে ক্রোধবিশেষ হেতু যে পায়ের গোড়ালির আঘাত—সেই হেতু পৃথিবীর সেই যুদ্ধবিস্তার শুনবার ইচ্ছা, এরূপ আশঙ্কা করে বলা হচ্ছে—'বৃষভের বধ জ্ঞেয়' ইত্যাদি। আমার সেই লীলা কথায় আবেশ হলে তীর্থমাহাত্ম্য বলা হবে না, এরূপ ভাব। বৃষের অনুকরণ করছে যে অসুর, তার বধ হেতু 'শুদ্ধিং' শুদ্ধির অনুকরণ 'ইচ্ছতা' ইচ্ছা করে। এই মহাতীর্থ পাতাল থেকে উত্থিত হল—এইরূপ অছিলা করে স্বতীর্থ মহিমা দর্শন করাবার জন্য কৃষ্ণ ওতে স্নানও করলেন। এইরূপে স্নানের পর মূলানুসারে গোষ্ঠে প্রবেশ করত (১৫ শ্লোকে) দু-তিন দণ্ড থেকে শ্রীহরিবংশানুসারে পুনরায় রাস করবার জন্য বেণুবাদ্য সঙ্কেতে আকর্ষণ করে নিয়ে শ্রীরাধাদির সহ হতারিষ্ট রাসপথে মিলিত হলেন—সেখানে সকলের থেকে পৃথক্ হয়ে অবস্থিত রাধাকে সনর্ম বচন বললেন 'বিপাপ্মা' ইতি—আমি নিষ্পাপ। রাধার পরিহাস আশঙ্কায়, তিনি যে নিষ্পাপ, তাই প্রকাশ করলেন। —আমার কোন পাপ তো হয়ই নি. প্রত্যুত তীর্থনির্মানপুণ্যে কৃতকৃতার্থ আমার সর্বপ্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে। এতাদৃশ তীর্থ নির্মান না করায় তুমি কি করে পুণ্যবতী বলে গণিত হবে। বৃষ বধেও কি করে নিষ্পাপ থাকলেন তাই বলছেন—"বৃষ হতো ময়া চায়মরিষ্টঃ পাপ সূচকং।" অর্থাৎ আকারে মাত্র বৃষ আসলে তো এ অরিষ্ট নামক অসুর—'পাপসূচকঃ' এই অসুর অতিশয় দুষ্ট চরিত্র হওয়া হেতু যে পাপ করে থাকে, তার ফলে এর অসুরত্ব

প্রাপ্তি, যা সে প্রকাশ করে থাকে। এই কথায় লব্ধ-চিন্তা শ্রীরাধার কৃষ্ণমিলনে স্নেহ উদিত হল, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, তত্র ইতি— এই আলাপ প্রসঙ্গে 'সমাশ্লিষ্য' স্বাভাবিক লজ্জা ত্যাগ করত রাধা কৃষ্ণকে আলিঙ্গনে বদ্ধ করলেন। অতঃপর এই প্রণয়বশে নিজেও সেখানে এক কুণ্ড নির্মান করলেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, 'স্বনাম্না'—নিজ রাধা নামে। এই নির্মান কার্যে স্বয়ং রাধাই কর্ত্রী হলেন। লক্ষ সখীর সহায়তায় দুদণ্ডের মধ্যে কার্য সমাধান হল, প্রথমে কিঞ্চিৎ অরিষ্ট-খুরে পেশা বহু ধূলা, ও পরে বিশেষভাবে হাতে হাতে মাটি অপসারণে। 'অদূরতঃ'— কৃষ্ণ কুণ্ডের সহিত একই সঙ্গে পাশাপাশি যুগলভাবে। এখনও শ্রীগোবর্ধনের ঈশান কোণে সেভাবেই দৃষ্ট হয়। জী°১৫ ॥

১৫। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা : অরিষ্টবধান্তে রাধাকৃষ্ণয়োর্মসংলাপময়ী তৎকুণ্ডদ্বয়োৎপত্তিকথা পৌরাণিকী বিংশত্যা শ্লোকৈর্নিবধ্যতে। যথা— মাস্মান্ স্পৃশাত্য বৃষভার্দন হন্ত মুগ্ধা ঘোরোঽসুরোঽয়মযি কৃষ্ণ তদপ্যয়ং গৌঃ। বৃত্রো যথা দ্বিজ ইহাস্ত্যয়ি নিষ্কৃতিঃ কিং শুদ্ধ্যেদ্ভবাংস্ত্রিয়ভুবনস্থিততীর্থকৃচ্ছ্রাৎ। ১। কিং পর্যটামি ভুবনান্যধুনৈব সর্বা আনীয় তীর্থবিততীঃ করবাণি তাসু। স্নানং বিলোকয়ত তাবদিদং মুকুন্দঃ প্রোচ্যৈব তত্র কৃতবান্ বত পার্ষ্ণিঘাতম্। ২। পাতালতো জলমিদং কিল ভোগবত্যা আয়াতমত্র নিখিলা অপি তীর্থসঙ্ঘাঃ। আগচ্ছেতি ভগবদ্বচসা ত এত্য তত্রৈব রেজুরথ কৃষ্ণ উবাচ গোপীঃ। ৩। তীর্থানি পশ্যত হরের্বচসা তবৈবং নৈব প্রতীম ইতি তা অথ তীর্থবর্যাঃ। প্রোচুঃ কৃতাঞ্জলিপুটা লবণাব্ধিরস্মি ক্ষীরব্ধিরস্মি শৃণুতামরদীঘিকাস্মি। ৪। শোণোঽপি সিন্ধুরহমস্মি ভবামি তাম্রপর্ণী চ পুষ্করমহঞ্চ সরস্বতী চ। গোদাবরী রবিসুতাঃ সরযূঃ প্রয়াগো রেবাস্মি পশ্যত জলং কুরুত প্রতীতিম্। ৫। স্নাত্বা ততো হরিরতিপ্রগল্‌ভ এবশুদ্ধঃ সরোঽপ্যকরবং স্থিতসর্বতীর্থম্। যুষ্মাভিরাত্মজনুষীহ কৃতো ন ধর্ম কোঽপি ক্ষিতাবথ সখীর্নিজগাদ রাধা। ৬। কার্য্যং ময়াপ্যতিমনোহরকুণ্ডমেকং তস্মাদ্‌যতধ্বমিতি তদ্বচনেন তাভিঃ। শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডতটপশ্চিমদিশ্যমন্দো গর্তঃ কৃতো বৃষভদৈত্যখুরৈর্ব্যলোকি। ৭। তত্রাদ্রমৃন্মৃদুলগোলততীঃ প্রতি স্বহস্তোদ্ধৃতা অনতিদূরগতা বিধায়। দিব্যং সরঃ প্রকটিতং ঘটিকাদ্বয়েন তাভির্বিলোক্য সরসং স্মরতে স্ম কৃষ্ণঃ। ৮। প্রোচে চ তীর্থসলিলৈঃ পরিপূরয়ৈতন্ মৎকুণ্ডতঃ সরসিজাক্ষি সহালিভিস্ত্বম্। রাধা তদা নননেতি জগাদ যস্মাত্ত্বৎকুণ্ডনীরমুরুগোবধপাতকাক্তম্। ৯। আহৃত্য পুণ্যসলিলং শতকোটিকুম্ভৈঃ সখ্যর্বুদেন সহ মানসজাহ্নবীতঃ। এতৎ সরঃ স্বমধুনা পরিপূরয়ামি তেনৈব কীর্তিমতুলাং তনবানি লোকে। ১০। কৃষ্ণেঙ্গিতেন সহসৈত্য সমস্ততীর্থসখ্যস্তদীয় সরসো ধৃতদিব্যমূর্তিঃ। তুষ্টাব তত্র বৃষভানুসুতাং প্রণম্য ভক্ত্যা কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্রবদস্রধারঃ। ১১। দেবি ত্বদীয়মহিমানমবৈতি সর্বশাস্ত্রার্থবিন্ন চ বিধির্ন হরো ন লক্ষ্মীঃ। কিন্ত্বেক এব পুরুষার্থশিরোমণিস্ত্বং প্রস্বেদমার্জনপরঃ স্বয়মেব কৃষ্ণঃ। ১২। যশ্চারুযাবকরসেন ভবৎপদাব্জমারজ্য নূপুরমহো নিদধাতি নিত্যম্। প্রাপ্য ত্বদীয়নয়নাব্জতটপ্রসাদং স্বং মন্যতে পরমধন্যতমং প্রহৃষ্যন্। ১৩। তস্যাজ্ঞয়ৈব সহসা বয়মাজগাম তৎপার্ষ্ণিঘাতকৃত কুণ্ডবরে বসামঃ। ত্বঞ্চেৎ প্রসীদসি করোষি কৃপাকটাক্ষং তর্হ্যেব তর্ষবিটপী ফলিতো ভবেন্নঃ। ১৪। শ্রুত্বা স্তুতিং নিখিলতীর্থগণস্য তুষ্টা প্রাহ স্ম তর্ষময়ি বেদয়তেতি রাধা। যাম ত্বদীয় সরসীং সফলা ভবাম ইত্যেব নো বর ইতি প্রকটং

তদোচুঃ। ১৫। আগচ্ছতেতি বৃষভানুসুতা স্মিতাস্যা প্রোবাচ কান্তবদনাব্জধৃতাক্ষিকোণা। সখ্যোঽপি তত্র কৃতসম্ময়ঃ সুখাব্ধৌ মগ্না বিরেজুরখিলা স্থিরজঙ্গমাশ্চ। ১৬। প্রাপ্য প্রসাদমথ তে বৃষভানুজায়াঃ শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডগততীর্থবরাঃ প্রসহ্য। ভিত্ত্বেব ভিত্তিমতিবেগত এব রাধাকুণ্ডং ব্যধুঃ স্বসলিলৈঃ পরিপূর্ণমেব। ১৭। প্রোচে হরিঃ প্রিয়তমে তব কুণ্ডমেতন্ মৎকুণ্ডতোঽপি মহিমাধিকমস্তু লোকে। অত্রৈব মে সলিলকেলিরিহৈব নিত্যং স্নানং যথা ত্বমসি তদ্বদিদং সরো মে। ১৮। রাধাব্রবীদহমপি স্ব-সখীভিরেত্য স্নাস্যাম্যরিষ্টশতমর্দনমস্তু তস্য। যোঽরিষ্টমর্দনসরস্যুরুভক্তিরত্র স্নায়াদসেন্নম স এব মহাপ্রিয়োঽস্তু। ১৯। রাসোৎসবং প্রকুরুতে স্ম চ তত্র রাত্রৌ কৃষ্ণাস্বদঃ কৃতমহারসহর্ষবর্ষঃ। শ্রীরাধিকাপ্রবরবিত্ত্যদলং কৃত শ্রীস্ত্রৈলোক্যমধ্য বিততী কৃতদিব্যকীর্তি" রীতি।

ককুদ্মিনং বৃষাসুরম্। বি° ১৫॥

১৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** অরিষ্ট বধের পর রাধাকৃষ্ণের নর্মসংলাপময়ী শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্যাম-কুণ্ডদ্বয়ের পৌরাণিকী উৎপত্তি কথা ২০ শ্লোকে বাঁধা হচ্ছে, যথা— হে গো-বধ-পাতকী, আজ আমার দিকে লোভ দিও না। হায় মুগ্ধা, এ গো নয়, ঘোর অসুর। অয়ি কৃষ্ণ! তা হলেও এ গো জাতি। বৃত্রাসুর যেমন দ্বিজ এও তেমনি। অয়ি রাধে! এর থেকে নিষ্কৃতি কি? এর উত্তরে, তুমি ত্রিভুবনস্থিত তীর্থজলে স্নানাদি তপস্যা দ্বারা শুদ্ধিলাভ করবে। এর উত্তরে কৃষ্ণ, ত্রিভুবন কি ঘুরে বেড়াবো, এখনই তীর্থসকল এখানে নিয়ে এসে তাতে স্নান করে নি। এই দেখ-না—এই পর্যন্ত বলতে বলতেই হায় হায় সেইস্থানে পায়ের গোড়ালির আঘাত করল মুকুন্দ। শ্রীকৃষ্ণের 'এস এস' আজ্ঞায় আঘাত-স্থানে জলরাশি এসে গেল, এ হল পাতালস্থ গঙ্গার সহিত নিখিল তীর্থসমূহ। তীর্থসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ এসে সেখানেই বিরাজমান হলেন। অতঃপর কৃষ্ণ গোপীদিকে বললেন, তীর্থসমূহ দর্শন কর। হরির কথায় তাঁদের বিশ্বাস হল না। অতঃপর তীর্থগণ কৃতাঞ্জলিপুটে নিজ নিজ পরিচয় দিতে লাগলেন—শুনতে আজ্ঞা হোক, এই যে আমি লবণসাগর, আমি ক্ষীরসাগর, আমি স্বর্গীয় দীঘি, আমি লালসাগর, আমি তাম্রপর্ণী, আমি পুষ্কর, আমি সরস্বতী, আমি গোদাবরী, আমি যমুনা, আমি সরযূ, আমি প্রয়াগ, আমি রেবা—দেখ দেখ, এই জল.ক বিশ্বাস কর। অতঃপর সর্বতীর্থে স্নান করে শ্রীকৃষ্ণ উচ্ছসিত হয়ে বললেন—অহো আমি শুদ্ধ এক সরোবর করলাম, যাতে সর্বতীর্থ থাকল। তোমরা কেউ নিজেদের জীবনে কোনও ধর্ম করনি। এ কথা শুনে রাধা সখীদিগকে বললেন—অহো আমারও মনোহর এক কুণ্ড নির্মান করতে হবে। তোমরা এ বিষয়ে যত্নপর হও। শ্রীকৃষ্ণ কুণ্ডতটের পশ্চিমদিকে বৃষাসুরের খুরে মধ্যমাকার যে গর্তটা হয়ে রয়েছে, তার থেকে গোপীগণ প্রতি হাতে হাতে মাটির মৃদুল ডেলা উঠিয়ে নিয়ে কাছাকাছি ফেলে ফেলে ২½ ঘণ্টার মধ্যে দিব্য এক সরোবর খনন করে ফেললেন। এই সরোবর দেখে কৃষ্ণ রসিকতায় মনে মনে চিন্তা করলেন, মুখে বলেও ফেললেন – হে কমলনয়নী রাধে, সখীগণসহ তুমি আমার কুণ্ড থেকে তীর্থজল এনে তোমাদের এই কুণ্ড পরিপূর্ণ করে নাও। এ কথা শুনে শ্রীরাধা বললেন না-না না-না, ঐ কুণ্ডজল বিষম গোবধপাতকদুষ্ট তোমার

অরিষ্টে নিহতে দৈত্যে কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্ম্মণা।
কংসায়াথাহ ভগবান্ নারদো দেবদর্শনঃ ॥ ১৬ ॥

১৬। অন্বয় ঃ অদ্ভুত কর্ম্মণা (বিচিত্র চরিতেন) কৃষ্ণেন অরিষ্টে দৈত্যে নিহতে (সতি) অথ দেবদর্শনঃ ভগবান্ নারদং কংসায় (কংস প্রতি) আহ।

১৬। মূলানুবাদ ঃ অদ্ভুত চরিত শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অরিষ্টাসুর নিহতে হলে দেবর্ষি নারদ একদিন কংসের নিকট বলতে লাগলেন।

ঐ জল নেওয়া চলবে না। অর্বুদসখীর সহিত আমি মানসগঙ্গা থেকে শতকোটি কলস জল সংগ্রহ করে এই সরোবর নিজ জলে পরিপূর্ণ করব। এর দ্বারাই আমার অতুল কীর্তি জগতে বিস্তারিত হবে। তখন কৃষ্ণের ইঙ্গিতে ত্বদীয় সরোবরের সমস্ত তীর্থ-সখী দীব্যমূর্তি ধরে সাহসা বৃষভানুসুতা রাধার কাছে এসে প্রণাম করে নয়নজলে বুক ভাসিয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে দাঁড়িয়ে স্তব করতে লাগলেন, যথা - হে দেবি! আপনার মহিমা সর্বশাস্ত্রার্থবিৎ জন জানে না, বিধি জানে না, শিব জানে না, লক্ষ্মী জানে না, কিন্তু স্বয়ং কৃষ্ণই একমাত্র জানেন, যিনি পুরুষার্থশিরোমণি আপনার অঙ্গের ঘাম সদা মুছিয়ে দেন, চারু-আলতায় আপনার পদকমল রাঙ্গিয়ে দিয়ে অহো নূপুর পরিয়ে দেন। আপনার নয়নকমল তটের প্রসাদলাভ করে নিজেকে পরমধন্যতম মনে করেন, পরমানন্দে মগ্ন হয়ে যান। কৃষ্ণের পায়ের গোড়ালির আঘাতে নির্মিত কুণ্ডশ্রেষ্ঠে বাস করছিলাম, তাঁর আজ্ঞাতেই আমরা সহসা এখানে এসেছি। আপনি যদি প্রসন্ন হয়ে কৃপাকটাক্ষ করেন, তা হলেই আমাদের অভিলাষ-তরু ফলবান হতে পারে। নিখিল তীর্থগণের স্তুতি শুনে তুষ্ট হয়ে রাধা বললেন, তোমাদের অভিলাষ সিদ্ধ হয়েছে বলেই জানো। তখন তীর্থসকল পরিষ্কার করেই কথাটা বললেন—আপনার কুণ্ডে গিয়ে আমরা প্রবেশ করব জীবন সফল করব, এই বর আমরা প্রার্থনা করি। তখন কান্ত-বদনকমল-ধৃত অক্ষিকোণা বৃষভানুসুতা হাসি হাসি মুখে বললেন—এস-এস। একথা শুনে তুল্যমতি সখীগণ সুখসিন্ধুতে মগ্ন হয়ে গেলেন, আর অখিল স্থাবর জঙ্গম দীপ্ত হয়ে উঠল। বৃষভানুসুতার কৃপা লাভ করে শ্রীশ্যামকুণ্ডগত তীর্থশ্রেষ্ঠ সকল দেওয়াল ভেঙ্গে অতি বেগে প্রবাহিত হয়ে নিজ জলরাশিতে রাধাকুণ্ড পরিপূর্ণ করে দিলেন। শ্রীহরি বললেন, প্রিয়তমে! তোমার এই কুণ্ড জগতে আমার কুণ্ড থেকেও অধিক মহিমান্বিত হোক। তোমার এই কুণ্ডেই আমার জলকেলি, এতেই আমার নিত্যস্নান। তুমি আমার যেমন প্রিয়, তেমনি তোমার এই কুণ্ড। রাধা বললেন, আমিও নিজসখীগণসঙ্গে রাধাকুণ্ডে স্নান করব। অমঙ্গলশত বিনাশক হোক এই কুণ্ড। অরিষ্ট নাশন কুণ্ডে যে অতিশয় ভক্তি করবে, ওতে স্নান করবে ওর তটে বাস করবে, সে আমার মহাপ্রিয় হোক। অহো ত্রিলোক মধ্যে যিনি অলৌকিক কীর্তি বিস্তার করছেন, যিনি উজ্জ্বল বিদ্যুত বর্ণে দীপ্তা সেই শ্রীরাধিকা রাত্রিতে এই রাধাকুণ্ডে কৃষ্ণাম্বুদকৃত মহারসহর্ষ বৃষ্টিধারাময় রাসোৎসব সম্পাদিত করে থাকেন।

কুকুদ্মিনং— বৃষাসুর। বিঁ ১৫ ॥

১৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** প্রকৃতমনুসরাম— অরিষ্ট ইতি সার্দ্ধদ্বয়কেন। নিহত ইত্যতীত-নির্দ্দেশাদত্র চিরাদিতি জ্ঞেয়ম্। গোবর্দ্ধনগতরাসস্যাস্য বসন্তমধ্যোদ্ভবত্বেন কংসবধস্য তু শিবরাত্রিচতুর্দ্দশী-গতত্বেন প্রসিদ্ধেঃ, গোষ্ঠে বিষয়েঽদ্ভুতকর্ম্মণেতি পূতনাবধাদ্যরিষ্টবধান্তাদ্ভুতকর্ম্মণা। কংসং প্রতি শ্রীনারদেন কথনস্যাভিপ্রায়েণ। দেবদর্শন ইতি তৈর্ব্যাখ্যাতম্। অত্র প্রথমার্থে পশ্যতীতি দর্শনো মন্ত্রদর্শীতি ঋষিবাচিতা। দ্বিতীয়ে প্রতিকল্পমেব গোকুলে প্রকটলীলেয়ং যাদব-পাণ্ডবাদি-ভক্তগণরক্ষানুরোধেনৈব তাবদেব নরলীলেন শ্রীভগবতা ক্রিয়তে, নাধিকেতি সা সমাপ্তৈব। সম্প্রতি যাদবাঃ পরমদুঃখিনো দেবাশ্চোদ্বিগ্নাঃ, অতঃ শ্রীভগবতা কংসবধস্যাবিলম্বকার্য্যত্বং জাতম্। তস্মাত্তদবসরোঽয়মিতি তথা কথয়ামি, যথা কংসস্তমত্রানয়েৎ। ততশ্চৈনং স্বয়মেবাসৌ হনিষ্যতীতি শ্রীকৃষ্ণলীলাশৈলীং দেববদ্ব্রহ্মাদিবজ্জা-নন্নিত্যর্থঃ। জী° ৬॥

১৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** পূর্বে যা বলা হচ্ছিল সেই কথাই এখন অনুসরণ করা হচ্ছে— অরিষ্ট ইতি ২½ শ্লোকে। **অরিষ্টে নিহতে**— অরিষ্ট নিহত হলে, এখানে 'নিহত' পদটি অতীত কাল নির্দেশক হওয়ায় এখানে বুঝে নিতে হবে, এই কালটা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া (অমরকোষ), —অরিষ্ট বধ হয়েছিল গোবর্ধনগত রাসের সময় অর্থাৎ বসন্তের মাঝামাঝি সময়ে, আর শ্রীনারদ কংসের নিকট উপস্থিত হলেন শিবচতুর্দশী গত হয়ে গেলে—সময়ের ব্যবধান দীর্ঘ। [শ্রীধর— দেবদর্শন (দেব + ঋষি) দেবর্ষি। ভূত-ভবিষ্যৎ জ্ঞাতা বলে শ্রীনারদ সাক্ষাৎ দেববৎ জ্ঞানবিশিষ্ট।] শ্রীধরটীকার বিশ্লেষণ— প্রথম অর্থ ঃ দেখতে পান, এই অর্থে 'দর্শন'— মন্ত্রদর্শী। এই কথাটা ঋষিবাচক। দ্বিতীয় অর্থ ঃ প্রতি কল্পেই গোকুলে এই প্রকটলীলা হয়। যাদব-পাণ্ডবাদি ভক্তগণের রক্ষা অনুরোধে। সে পর্যন্তই নরলীল শ্রীভগবান গোকুল লীলা করেন, এই অনুরোধে যতটুকু প্রয়োজন অধিক নয়— সে তো সমাপ্ত হয়েই গিয়েছে। সম্প্রতি যাদবদের পরমদুঃখিত ও দেবতাদের উদ্বিগ্ন দেখা যাচ্ছে। অতএব শ্রীভগবানের দ্বারা যে কংসবধ হবে তার তাড়াহুড়া পড়ে গেল। সুতরাং তার সুযোগ এই এসেছে, এমনভাবে কংসের নিকট কথা বলব, যাতে সে কৃষ্ণকে এখানে মথুরায় নিয়ে আসে। ['ভগবান্ নারদ'— ভগবানের অবতার বলে, বা পরমভক্ত হওয়া হেতু ভগবানের সদৃশ হওয়ায় নারদকে ভগবান্ বলা হল। —শ্রীসাতন] অতঃপর, এই কংসকে কৃষ্ণ নিজেই হত্যা করবেন, সেই শ্রীকৃষ্ণলীলাধারা কংসকে বললেন দেবদর্শন নারদ — 'দেবদর্শন' দেববৎ অর্থাৎ ব্রহ্মাদিবৎ দিব্যদৃষ্টিবিশিষ্ট। জী°১৬॥

১৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** দেবঃ পরমেশ্বর ইব পশ্যতি কৃষ্ণলীলাতত্ত্বং জানাতীতি সঃ। ব্রজলীলাসমাপ্তিমবধার্য মাথুরী লীলামাবির্ভাবয়িতুং কংসদ্বারৈব কৃষ্ণং মথুরামানেতুং যুক্ত্যুত্থাপনবিচক্ষণ ইত্যর্থঃ। বি°১৬॥

১৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** দেবদর্শনঃ— এই বাক্য শ্রীনারদঋষির বিশেষণ। যিনি পরমেশ্বরের মতো দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন। অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণলীলা তত্ত্ববিজ্ঞ। আরও এই বিশেষণের তাৎপর্য

যশোদায়াঃ সুতাং কন্যাং দেবক্যাঃ কৃষ্ণমেব চ।
রামঞ্চ রোহিণীপুত্রং বসুদেবেন বিভ্যতা।
ন্যস্তৌ স্বমিত্রে নন্দে বৈ যাভ্যাং তে পুরুষা হতাঃ ॥ ১৭ ॥

১৭। **অন্বয়** ঃ দেবক্যাঃ [অষ্টমগর্ভত্বেন প্রসিদ্ধাং] কন্যাং যশোদায়াঃ সুতাং [আহ], [যশোদায়াঃ সুতত্বেন প্রসিদ্ধং] কৃষ্ণমেব চ [কৃষ্ণঞ্চ দেবক্যা সুতমাহ]; (যশোদায়াঃ সুতত্বেন প্রসিদ্ধং কৃষ্ণঞ্চ দেবক্যা সুতমাহ) রামঞ্চ রোহিণীপুত্রং (নন্দসুতত্বেন প্রসিদ্ধং রামঞ্চ রোহিণ্যাঃ পুত্রমাহ) —বিভ্যতা (ভবৎভয়গ্রস্তেন) বসুদেবেন [তৌ] স্বমিত্রে নন্দে (মিত্রস্য নন্দস্য সমীপে) ন্যস্তৌ যাভ্যাং তে (তব) পুরুষাঃ (অনুচরাঃ) হতাঃ বৈ।

১৭। **মূলানুবাদ** ঃ হে রাজন্! দেবকীর অষ্টমগর্ভ বলে প্রসিদ্ধা যে কন্যা, সে বস্তুতঃ যশোদার গর্ভজাতা। যশোদার পুত্ররূপে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ বস্তুতঃ দেবকীর পুত্র। আর নন্দ যশোদা সুত বলে প্রসিদ্ধ রাম বস্তুতঃ রোহিণীর পুত্র। হে কংস, বসুদেব তোমার ভয়ে কৃষ্ণ-রামকে স্বমিত্র নন্দের নিকট গচ্ছিতরূপে রেখেছেন। এই কৃষ্ণরামই তোমার অনুচরদের হত্যা করেছে।

—ব্রজলীলা সমাপ্তি অবধারণ পূর্বক মথুরা আনার যুক্তি নির্ধারণে বিচক্ষণ শ্রীনারদ কংসকে বললেন। বি°১৬ ॥

১৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ রামং রোহিণ্যাঃ পুত্রমপি দেবক্যা এবেতি গর্ভসংকর্ষণমপি কথয়ামাসেতি জ্ঞেয়ম্। বিভ্যতা ত্বত্ত ইতি ভীরুত্বান্ন তব বধ্যঃ স্যাদিতি ভাবঃ। স্বস্য মিত্র ইত্যসাধারণ-স্নেহবিশেষো বোধিতঃ। স্বো জ্ঞাতিশ্চাসৌ মিত্রঞ্চেতি বা। বৈ প্রসিদ্ধমেবৈতৎ সর্ব্বং কেবলং ত্বমেব মূঢ়ো ন জানাসীত্যর্থঃ, এতচ্চাপ্ততার্থমুক্তম্। পুরুষা আপ্তজনা হতা ইতি লক্ষণেন স্বোক্তং দৃঢ়ীকৃতম্। যথা কোপা মহাবলত্বসূচনয়া ভয়ঞ্চ তস্য নিতরাং জনিতম্ ॥ জী°১৭ ॥

১৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ রাম রোহিণীর পুত্র হয়েও 'দেবক্যাঃ' আসলে দেবকীরই পুত্র—এইরূপে বলা হল, গর্ভ-আকর্ষণ বৃত্তান্ত, এরূপ বুঝতে হবে। **বিভ্যতা বসুদেবেন**— হে কংস, বসুদেব তোমার ভয়ে ভীত, ভীরু বলে এ তোমার বধ্য নয়, এরূপ ধ্বনি। **ন্যস্তৌ স্বমিত্রে**—নিজ মিত্রের কাছে দিয়ে এসেছে, এ কথায় নন্দ ও বসুদেবের মধ্যে অসাধারণ স্নেহবিশেষ ধ্বনিত হল, বা বসুদেব নন্দের যে জ্ঞাতি ও মিত্র তাই ধ্বনিত হল। **বৈ**— এসব কথাতো প্রসিদ্ধই আছে, মূঢ় তুমিই কেবল জান না— এও শ্রীনারদ বললেন নিজের বিশ্বস্ততা প্রকাশের জন্যই। **তে পুরুষা হতাঃ**— বসুদেব পুত্রই তোমার নিজ জনদের হত্যা করেছেন, এই লক্ষণেই শ্রীনারদ নিজের উপরুক্ত উক্তি দৃঢ় করলেন। এইসব কথা শুনে কংসের যেরূপ ক্রোধ হল, সেইরূপ রামকৃষ্ণের মহাবলশালিতা প্রকাশে ভয়ও অত্যন্ত হল। জী°১৭ ॥

নিশম্য তদ্‌ভোজপতিঃ কোপাৎ প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ।
নিশাতমসিমাদত্ত বসুদেবজিঘাংসয়া ॥ ১৮ ॥

নিবারিতো নারদেন তৎসুতৌ মৃত্যুমাত্মনঃ।
জ্ঞাত্বা লোহময়ৈঃ পাশৈর্বব্ধ সহ ভার্য্যয়া ॥ ১৯ ॥

১৮। অন্বয়ঃ ভোজপতি! (কংস) তৎ (নারদ বচনং) নিশম্য (শ্রুত্বা) কোপাৎ প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ (চঞ্চলেন্দ্রিয়ঃ সন্) বসুদেব জিঘাংসয়া (বসুদেবং হন্তুমিচ্ছয়া) নিশাতং (তীক্ষ্ণম্) অসিং আদত্ত (জগ্রাহ)।

১৯। অন্বয়ঃ [অথ] নারদেন নিবারিতঃ [সঃ কংসঃ] তৎসুতৌ আত্মনঃ (স্বস্য) মৃত্যুং জ্ঞাত্বা ভার্যয়া সহ [তং বসুদেবং] লোহময়ৈঃ পাশৈঃ ববন্ধ।

১৮। মূলানুবাদঃ ভোজপতি কংস নারদের এরূপ বাক্য শুনে অত্যন্ত ক্রোধে ক্ষুভিত চিত্ত হয়ে বসুদেবকে হত্যার ইচ্ছায় তীক্ষ্ণ খড়্গ গ্রহণ করল।

১৯। মূলানুবাদঃ (তখন নারদ বললেন, ওহে কংস বসুদেবকে বধ করলে তো ওঁরা দু-ভাই পালিয়ে যাবে ভয়ে—এ না করে বরঞ্চ বেঁধে রাখ। তাতে বন্ধন-মুক্তির জন্য এখানে ছুটে আসবে তারা)।

এইরূপে নারদের পরামর্শে বসুদেব-বধ থেকে কংস নিবারিত হয়ে বসুদেব-পুত্রদ্বয়কে নিজের মৃত্যু জেনে ভার্যা দেবকীর সহিত তাঁকে লোহার শৃঙ্খলে বন্ধন করল।

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ কিমাহেত্যত আহ,—দেবক্যা অষ্টমগর্ভত্বেন প্রসিদ্ধাং কন্যাং যশোদায়াঃ সুতামাহ— যশোদায়াঃ সুতত্বেন প্রসিদ্ধং কৃষ্ণঞ্চ দেবক্যাঃ সুতমাহ। নন্দসুতত্বেন প্রসিদ্ধং রামঞ্চ রোহিণ্যাঃ পুত্রমাহ। নন্বু, তৌ বসুদেবসুতৌ চেৎ কেন ব্রজং প্রাপিতৌ তত্রাহ,—বসুদেবেনেত্যাদি। বি°১৭ ॥

১৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ কংসকে কি বললেন, এই আশয়ে বলা হচ্ছে, যশোদায়া ইতি। **দেবক্যা ইত্যাদি**— দেবকীর অষ্টমগর্ভজাতা বলে যে কন্যা প্রসিদ্ধা, তিনি বস্তুত যশোদার গর্ভজাতা কন্যা —যশোদার পুত্ররূপে যিনি প্রসিদ্ধ সেই কৃষ্ণ বস্তুতঃ দেবকীর পুত্র। নন্দ-যশোদার সুত বলে প্রসিদ্ধ রাম বস্তুতঃ রোহিণীর পুত্র। আচ্ছা কৃষ্ণবলরাম যদি বসুদেব সুতই হয়ে থাকেন তবে তাঁরা কার দ্বারা ব্রজে নীত হলেন। এরই উত্তরে, **বসুদেবেন**— বসুদেবের দ্বারা। বি°১৭ ॥

১৮। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ প্রচলিতং ক্ষুভিতমিন্দ্রিয়ং মনো যস্য সঃ, ইতি বিবেকহানিরুক্তা। জী°১৮ ॥

১৮ শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ [শ্রীসনাতন— **ভোজপতিঃ**— এ পদের ব্যবহারে কংসের মহা ঐশ্বর্য বলা হল। অর্থান্তরে বহুভোজীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ— বহুভোজনশীল বলে অল্পবুদ্ধি।] সুতরাং **প্রচলিতেন্দ্রিয়ঃ**—ক্ষুভিত মনা, এইরূপে বিবেকহীন বলা হল। জী°১৮ ॥

প্রতিযাতে তু দেবর্ষৌ কংস আভাষ্য কেশিনম্‌ ।
প্রেষয়ামাস হন্যেতাং ভবতা রামকেশবৌ ॥ ২০ ॥

২০। **অন্বয়** ঃ দেবর্ষৌ (শ্রীনারদে) প্রতিযাতে (গতে সতি) তু কংসঃ কেশিনং আভাষ্য (ভোঃ) ভ্রাতঃ মহাবীর ! ইতি এবং সম্বোধ্য) রামমাধবৌ ভবতা হন্যেতাং [ইতি উক্ত্বা তং ব্রজে] প্রেষয়ামাস ।

২০। **মূলানুবাদ** ঃ অতঃপর দেবর্ষি নারদ ফিরে গেলেই কংস কেশিনামক দৈত্যকে ডেকে বলল 'তুমি রামকৃষ্ণকে হত্যা কর', এরূপ বলে তাকে ব্রজে প্রেরণ করল।

১৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ অসিমাদত্তেতি বসুদেবস্য পরোক্ষমেব। বি°১৮ ॥

১৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **অসিম্‌ আদত্ত**— অসি গ্রহণ করল, বসুদেবের আড়ালে, সম্মুখে নয়। বি°১৮ ॥

১৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ ববন্ধেতি, হতে কিল পিতরি তন্নিবেশায়াবসর প্রতীক্ষামপি কুর্বীয়াতাং, বন্ধয়োস্তু পিত্রোর্মোচনার্থমত্রাস্তু শ্বো বাগচ্ছেতামিতি শ্রীনারদমন্ত্রণয়ৈবেতি জ্ঞেয়ম্‌। সহ ভার্য্যয়া দেবকীসহিতম্‌ এতচ্চাগমনাবিলম্বার্থং পরমতুষ্টত্বাদেব বা ॥ জী° ১৯ ॥

১৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **ববন্ধ**—বন্ধন করল, বসুদেব-দেবকীকে না মেরে বন্ধন করার কারণ, পিতামাতা হত হলে পারলৌকিক ক্রিয়াদির ব্যবস্থার জন্য কিছুটা সময় লাগবে —সেটুকু প্রতীক্ষা তো করতেই হবে। তাই বন্ধন করল, বন্ধন করলে পিতামাতাকে মুক্ত করার জন্য আজ বা কালই এসে যাবে, এ শ্রীনারদেরই মন্ত্রণা, এরূপ বুঝতে হবে। **সহ ভার্য্যয়া**—দেবকীর সহিত বন্ধন করল বসুদেবকে। দেবকীর সহিত বন্ধন করল, আগমন তরান্বিত করার জন্য, বা পরমতুষ্ট বলে। জী° ১৯ ॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ নিবারিত ইতি হতে বসুদেবে তৌ পলায়েতাং, কিঞ্চাধুনাং তজ্জিঘাংসামপি বসুদেবো ন জ্ঞাপনীয়ঃ। তথা সতি স্বমিত্রং নন্দং প্রতি তেনোক্তে তদ্‌বৃত্তান্তে নন্দ সপুত্র এব পলায়িষ্যত ইত্যতো বসুদেবদেবক্যোর্বন্ধনমেবাধুনা কৃত্বা কেনাপি মিষেণ রামকৃষ্ণৌ মথুরামানীয়েতামিতি মন্ত্রং দদতেতি জ্ঞেয়ম্‌। নচ বসুদেবদেবক্যৌ বন্ধয়তা নারদেন তয়োর্বিপ্রিয়ং কৃতমিতি বাচ্যং প্রত্যুত প্রিয়মেব কৃতং পরমসোৎকণ্ঠাভ্যাং তাভ্যামায়ত্যাং স্বপুত্রমুখদর্শনানন্দলাভেন সমুনিরাশীঃ শতসম্প্রদানপাত্রী করিষ্যত এবেতি মুনেস্তদ্বিষয়কোঽপরাধো নাভূদিতি জ্ঞেয়ম্‌ ॥ ১৯ ॥

১৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ শ্রীনারদের দ্বারা কংস এইরূপ মন্ত্রণায় বসুদেব-বধে নিবারিত হল—'দেখ হে, বসুদেব-বধ হলে রামকৃষ্ণ দুজন ভয়ে পালিয়ে যাবে। আরও এখন রামকৃষ্ণের বধের ইচ্ছা বসুদেবকে জানিও না। জানালে নিজের বন্ধু নন্দকে সে বলে দিবে, আর এইসব বৃত্তান্ত তাঁকে জানালে পুত্র নিয়ে পালিয়ে যাবে সে ; অতএব এখন বসুদেব-দেবকীকে বেঁধে রেখে কোনও ছলে রামকৃষ্ণকে মথুরায় নিয়ে এস।' শ্রীনারদের দ্বারা এ-যে কিছু অপ্রিয় কার্য করা হল, তাও বলা

ততো মুষ্টিকচাণূরশলতোশলকাদিকান্।
অমাত্যান্ হস্তিপাংশ্চৈব সমাহূয়াহ ভোজরাট্॥ ২১॥

ভো ভো নিশম্যতামেতদ্বীরচাণূরমুষ্টিকৌ।
নন্দব্রজে কিলাসাতে সুতাবানকদুন্দুভেঃ॥ ২২॥

রামকৃষ্ণৌ ততো মহ্যং মৃত্যুঃ কিল নিদর্শিতঃ।
ভবদ্ভ্যামিহ সম্প্রাপ্তৌ হন্যেতাং মল্ললীলয়া॥ ২৩॥

২১। **অন্বয়** ঃ ততঃ ভোজরাট্ [কংস] মুষ্টিক চাণুর-শল-তোষলাদিকান্ আমাত্যান্ হস্তিপান্ (হস্তিপালকান্) চ এব সমাহূয় আহ।

২২-২৩। **অন্বয়** ঃ ভোঃ ভোঃ বীরচাণূর-মুষ্টিকৌ, এতৎ [মম বচঃ] নিশম্যতাম্, আনকদুন্দভেঃ (বসুদেবস্য) সুতৌ রামকৃষ্ণৌ নন্দব্রজে কিল (নিশ্চিতম্) আসাতে (নিবসতঃ) ততঃ (রামকৃষ্ণাভ্যাং) মহ্যং (মম) মৃত্যুঃ নিদর্শিত। ইহ (মমপুরে) সম্প্রাপ্তৌ (আগতৌ) [তৌ] রামকৃষ্ণৌ ভবদ্ভ্যাং মল্ললীলয়া (মল্লক্রীড়য়া) হন্যেতাং।

২১। **মূলানুবাদ** ঃ অনন্তর কংস মুষ্টিক, চনূর, শল, তোষলক প্রভৃতি মন্ত্রিগণকে এবং হস্তিপালককে সসম্মানে নিভৃতে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন --

২২-২৩। **মূলানুবাদঃ** হে মহাবীর চানূর, হে মহাবীর মুষ্টিক! তোমরা আমার একটা কথা শোন— বসুদেব-নন্দন রামকৃষ্ণ নন্দব্রজে বাস করছে। তাঁদের হাতে আমার মৃত্যু লেখা আছে। অতএব তাঁরা এখানে এলে তোমরা মল্লযুদ্ধে তাদের বিনাশ করবে।

যাবে না। প্রত্যুত প্রিয়ই করা হল বসুদেব দেবকীর। পরম উৎকণ্ঠার সহিত অবস্থিত তাঁরা আগমন পর নিজপুত্রের মুখদর্শন আনন্দে সেই মুনিকে শত শত আশীর্বাদ দানে ভরিয়ে দেবেন। —তাই মুনির ঐ বন্ধনদশা প্রাপ্তি করানো বিষয়ে অপরাধ হবে না, এরূপ বুঝাতে হবে।বি॰ ১৯॥

২০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ প্রতিযাতে ইতি—কেশিপ্রেষণ-মন্ত্রভঙ্গশঙ্কয়া কিংবা তৎপ্রেরণস্যাপি নিবারণাশঙ্কয়া আভাষ্য, ভো ভ্রাতর্মহাবীরেত্যেবং সম্বোধ্য, দূতগিরা সমাদিশ্যেতি শ্রীপরাশর-বৈশম্পায়নয়োর্মতম্॥ জী° ২০॥

২০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** প্রতিযাতে তু—শ্রীনারদ ফিরে গেলেই কেশীকে ডাকলেন কংস—যদি শ্রীনারদের বাগড়ায় কেশী-নিয়োগ-মন্ত্রনা ভেস্তে যায় কিম্বা কেশীকে পাঠানটা নিবারিত হয় এই আশঙ্কায়। **আভাষ্য**—ওহে ভাই মহাবীর, এইরূপে সম্বোধন করে ডাকলেন। —শ্রীপরাশর, বৈশম্পায়নের মতে 'দূত মুখে আদেশ করে ডাকলেন।' ॥ জী° ২০॥

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ বাগ্দেবীমতে হন্যেতাং প্রাপ্যেতাং তত্র লীয়তামিত্যর্থঃ॥ বি° ২০॥

মঞ্চাঃ ক্রিয়ন্তাং বিবিধা মল্লরঙ্গপরিশ্রিতাঃ।
পৌরা জানপদাঃ সর্বে পশ্যন্তু স্বৈরসংযুগম্‌ ॥ ২৪ ॥

২৪। **অন্বয়** ঃ মল্লরঙ্গ-পরিশ্রিতাঃ (মল্লানাং ক্রীড়াস্থানং তস্য চতুর্দিক্ষু বেষ্টনরূপেণ স্থিতাঃ) বিবিধাঃ মঞ্চা ক্রিয়ন্তাং, পৌরাঃ (পুরবাসিনঃ) জনপদাঃ (জনপদবাসিনঃ) সর্বে স্বৈরসংযুগং (স্বচ্ছন্দতয়া ন তু বলাৎ প্রবর্তিতয়া মল্লযুদ্ধং) পশ্যন্তু।

২৪। **মূলানুবাদ** ঃ মল্লযুদ্ধ-ক্ষেত্রের চতুর্দিকে বিবিধ মঞ্চ নির্মাণ কর। পুরবাসী ও দেশীয় জনগণ নির্বিঘ্নে এই মল্লযুদ্ধ যা স্বচ্ছন্দভাবে প্রবর্তিত দর্শন করুক।

২০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** **হন্যেতাং**—বধ কর। —বাগ্দেবীমতে 'হন্যেতাং' তাদিগেতে লীন হয়ে যাও ॥ বি° ২০ ॥

২১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ সম্যক্‌ সসম্মানং নিভৃতমাহূয় আহ, ক্রমেণ নিযুযোজ ॥জী°২১॥

২১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **সমাহূয়**—সসম্মানে নিভৃতে ডেকে নিয়ে বললেন— **আহ**—মুষ্টিকাদিকে ক্রমানুসারে কার কি কাজ তা বললেন। জী° ২১ ॥

২২-২৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ ভো ভো ইতি যুগ্মকম্‌। বীপ্সাইবধানার্থং, বীরেতি প্রোৎসাহনায় প্রাধান্যেন দ্বয়োরেব সম্বোধনম্‌। অয়মেকবচনান্ত এব পাঠঃ স্বামিসম্মতঃ, ব্রজং গন্তুমিত্যাদি-বক্ষ্যমাণাৎ। বহুবচনান্তপাঠস্তু বহুত্র হে বীরা, হে চানূর, হে মুষ্টিকেত্যর্থঃ। কিল নিশ্চিত শ্রীনারদোক্তৌ প্রামাণ্যাৎ। আনকদুন্দুভেরিতি তজ্জন্মপূর্ব্ববৃত্তেন তদৈব প্রমাণিতম্‌।

ততস্তাভ্যাং সকাশাৎ, কিল নিশ্চয়ে, নিদর্শিত উদাহৃতঃ কথিত ইত্যর্থঃ। ইহ সম্প্রাপ্তাবিতি তত্র তস্য স্থানবলেনানিষ্টসাধনে ভবতোরশক্তেরিতি ভাবঃ। মল্ললীলয়েতি, অন্যথা সাবধানত্বে তয়োরনিষ্টস্য দুঃশকত্বাদিতি ভাবঃ। বাগ্দেবীমতে তু হন্যেতা প্রাপ্যেতাং তয়োর্নীয়তামিত্যর্থঃ ॥ জী° ২২-২৩ ॥

২২-২৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ ভো ভো—অবধান পূর্বক শোনার জন্য দুবার 'ভো' বলে সম্বোধন করল। হে বীর—উৎসাহিত করে দুলবার জন্য দুজনকেই প্রধান ভাবে সম্বোধন।—এই এক বচনান্ত পাঠ স্বামিপাদ-সম্মত। — উৎসাহিত করলেন ব্রজে গমনের জন্য। — 'হে বীরাঃ' এরূপ বহুবচনান্ত পাঠও বহুস্থানে আছে। সেক্ষেত্রে অর্থ হবে, হে চাণূর হে মুষ্টিক। কিল নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে, শ্রীনারদের কথায় প্রমাণ থাকা হেতু। **আনকদুন্দুভেঃ সুতৌ**— রামকৃষ্ণ বসুদেবেরই পুত্র, শ্রীনারদ-উক্ত জন্ম-পূর্ব বৃত্তান্তের দ্বারা তাই তো প্রমাণিত হচ্ছে।

ততঃ— 'তাভ্যাং' তাদের হাতে আমার মৃত্যু **কিল**— নিশ্চয়রূপে **নিদর্শিত**— কথিত। **ইহ সম্প্রাপ্তৌ**— এখানে এসে গেলে তাদের বধ কর। ব্রজে সেই স্থানের বলে তাদের অনিষ্ট সাধনে তোমরা সমর্থ হবে না। **মল্ললীলয়া**— মল্ললীলায় বধ কর। অন্যথা তাদের অনিষ্ট করা দুঃসাধ্য হওয়া হেতু। স্বরস্বতী মতে [হন্‌=গতি] সত্বর তাদের নিয়ে এস। জী° ২২-২৩ ॥

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ মহ্যং মম নিদর্শিতৌ নারদেন। বি°২২।

মহামাত্র ত্বয়া ভদ্র রঙ্গদ্বার্য্যুপনীয়তাম্।
দ্বিপঃ কুবলয়াপীড়ো জহি তেন মমাহিতৌ ॥ ২৫ ॥

২৫। **অন্বয়ঃ** [হে] ভদ্র [হে] মহামাত্র (হে হস্তিপালক) ত্বয়া রঙ্গদ্বারি কুবলয় পীড়ঃ দ্বিপঃ (হস্তি) উপনীয়তাং (সংস্থাপ্যতাং), তেন (হস্তিনা) মম অহিতৌ (শত্রু রামকৃষ্ণৌ) জহি (ঘাতয়)।

২৫। **মূলানুবাদঃ** অনন্তর প্রধান আমত্যকে বললেন —হে ভদ্র, হে মহামাত্র! তুমি এই রঙ্গভূমির দ্বারদেশে কুবলয়াপীড় হস্তীকে সংস্থাপন কর, যারা যথা সময়ে আমার শত্রু রামকৃষ্ণকে বধ করবে।

২৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ মহ্যং**— আমার (মৃত্যু)। **নিদর্শিত**— শ্রীনারদের দ্বারা নির্দর্শিত হয়েছে। বি°২৩ ॥

২৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** অতস্তদ্বঞ্চনার্থং মঞ্চাদ্যুৎসবসামগ্রী সাধ্যতামিত্যাহ —মঞ্চা ইতি। বিবিধাঃ রাজামাত্যাদি-যোগ্যভেদেন বহুপ্রকারাঃ। মল্লানাং রঙ্গঃ ক্রীড়াস্থানাং, তস্য পরিতঃ শ্রিতাঃ চতুর্দ্দিক্ষু বেষ্টনরূপেণ স্থিতা ইত্যর্থঃ। কিমর্থম্? তদাহ—পৌরেতি; পৌরাঃ পুরবর্ত্তিনো জনা জনপদাশ্চ দেশবর্ত্তিনঃ স্বৈরেণ স্বচ্ছন্দতয়া, ন তু বলাৎ প্রবর্ত্তিততয়া সংযুগং মল্লযুদ্ধমিতি পৌরাদীনাং বঞ্চনপ্রকার-প্রতিপাদনম্ ॥ জী°২৪ ॥

২৪। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** অতএব তাদিকে বঞ্চনের জন্য মঞ্চাদি উৎসব সামগ্রীর ব্যবস্থা কর, এই আশয়ে বলা হচ্ছে মঞ্চা ইতি। **বিবিধা**- রাজা-প্রজা ইত্যাদি যোগ্যতা ভেদে বহুপ্রকার মঞ্চ। **মল্লরঙ্গ**—মল্লদের ক্রীড়াস্থানের **পরিশ্রিতাঃ**—চতুর্দিকে ঘের দিয়ে তৈরী কর **মঞ্চ**—অতি উচ্চস্তম্ভাদি রচিত স্থান। কিসের জন্য? এরই উত্তরে কংস বলল, **পৌরা**— সহরের লোক ও **জনপদাঃ**—গ্রামের লোক সকলে সংযুগং মল্লযুদ্ধ দেখুক, যা **স্বৈর**—স্বচ্ছন্দভাবে প্রবর্তিত বলপূর্বক নয়। এই কথায় লোক সকলকে বঞ্চনের কৌশল জানানো হল চণূরাদিকে ॥ জী° ২৪ ॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** কিঞ্চ, তয়োর্বঞ্চনার্থমুৎসাহবর্দ্ধনার্থঞ্চ। মহোৎসব প্রসিদ্ধিঃ ক্রিয়তামন্যথা তৌ পলায়িষ্যেতে ইত্যাহ,—মঞ্চা ইতি ॥ বি° ২৪ ॥

২৪। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ** রামকৃষ্ণকে বঞ্চনের জন্য ও উৎসাহ বর্ধনের জন্য মহোৎসব সোরগোল উঠাও, অন্যথা তারা পালিয়ে যাবে ॥ বি° ২৪ ॥

২৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ** অহো কিংবা মল্লানাং প্রিয়তমানাং শ্রমোৎপাদনেন মত্তহস্তিনব সুখং তৎ সাধ্যমিতি বহির্ব্যঞ্জয়ন্নন্তস্তু বিভ্যদেবাহ —মহেতি। ভদ্র হে চতুরেতি প্রোৎসাহয়তি, এতদর্থমেবাস্মিন্ স্বয়মনেন শ্রীনারদাচ্ছ্রুতমাত্মজন্ম। সৌভপতি দ্রুমিলাখ্য-দানবাদুগ্রসেনস্য রূপধরাৎ তৎপত্ন্যাং স্বজন্ম যথা বৃত্তং তথা কথিতং, তদ্বিশেষঃ শ্রীহরিবংশে বর্ত্তত এব। রঙ্গস্য দ্বার্য্যুপসমীপে নীয়তাং, প্রায়ো রাজবাহন-হস্তিনো দ্বার্য্যেব স্থাপনরীতেঃ। সঙ্কটস্থানত্বাদিতি তু গূঢ়ো দুষ্টভাবঃ। বাগ্দেবীমতে জহীতি পূর্ববৎ ॥ জী° ২৫ ॥

আরভ্যতাং ধনুর্যাগশ্চতুর্দশ্যাং যথাবিধি।
বিশসন্তু পশূন্ মেধ্যান্ ভূতরাজায় মীঢ়ুষে ॥ ২৬ ॥

২৬। **অন্বয়** ঃ চতুর্দশ্যাং যথাবিধি ধনুর্যাগ আরভ্যতাং মীঢ়ুষে (বরদায়) ভূতরাজায় (ভূতরাজস্য প্রীতয়ে) মেধ্যান্ (পবিত্রান্) পশুন্ (ছাগাদীন্) বিশসন্ত (ছিন্দন্ত)।

২৬। **মূলানুবাদ** ঃ (শোন, দৈবও কিছু করতে হবে, সেই দৈবমূলক উৎসবে মল্লক্রীড়া দর্শনচ্ছলে রামকৃষ্ণকে এখানে আনতে হবে, এই আশয়ে বলা হচ্ছে)— চতুর্দশীতে যথাবিধি ধনুর্যাগ আরম্ভ করা হোক। বরদ মহেশ্বরের প্রীতির জন্য তাতে পবিত্র পশুগণকে বলি দেওয়া হোক।

২৫। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** অহো প্রিয়তম মল্লদের পরিশ্রম করিয়েই বা কি হবে, মত্তহস্তিদ্বারাই সুখে কার্য নিষ্পন্ন করব, এইরূপ ভাব বাইরে প্রকাশ করে অন্তরে ভয় ভয় ভাবেই বলল—মহা ইতি। **ভদ্র**—হে চতুর, এইরূপে উৎসাহ দান করলেন। (এ বিষয়ে আরও কিছু বিশেষ হরিবংশে দেখা যায়) এই উৎসাহ দানের জন্যই স্বয়ং কংস শ্রীনারদের মুখে নিজ জন্ম-বৃত্তান্ত যা শুনেছিলেন, তা এই মাহুতকে বললেন, যথা— 'সৌভপতি দ্রুমিল দানব উগ্রসেনের রূপ ধরে তাঁর পত্নীর নিকট এসে সঙ্গত হয়েছিল—তার থেকেই কংসের জন্ম'— ঘটনাটা যেরূপ হয়েছিল ঠিক সেইরূপই নারদ কংসকে বলেছিলেন— **রঙ্গদ্বার্যুপনীয়তাম্**— রঙ্গভূমির দ্বারদেশের নিকটে স্থাপন কর, প্রায়শঃ রাজবাহন হস্তি দ্বারদেশেই স্থাপন করা নিয়ম। দ্বারদেশ অভেদ্য করা হল—এতে কংসের গূঢ় দুষ্টভাব সূচনা করছে। **জহি**—নাশ কর। সরস্বতী মতে মুক্ত হয়ে রামকৃষ্ণে লীন হও। জী° ২৫ ॥

২৫। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ মহামাত্র, হে হস্তিনিয়ন্তঃ, অহিতৌ শত্রু ॥ বি° ২৫।

২৫। **বিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **মহামাত্র**—হে হস্তিনিয়ন্তা! **অহিতৌ**—শত্রু। বি°২৫ ॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ ন কেবলং লৌকিক এবোপায়ঃ কর্ত্তব্যঃ, কিন্তু দৈবোঽপি ক্রিয়তাং, যেন তন্মূলকোৎসবে মল্লক্রীড়াদর্শনব্যাজেন তাবপ্যানেয়ৌ স্যাতামিত্যাশয়েনাহ— আরভ্যতামিতি। ভূতরাজায় ভূতেশ্বর-সংজ্ঞায় মথুরাপালায় তস্য ধনুষোঽপি দৈবতায় শ্রীরুদ্রায় মীঢ়ুষে। মেহতি সিঞ্চতি বরদানেন তর্পয়তীতি তস্মৈ। ইয়মপি ভয়োক্তিরেব। জী°২৬ ॥

২৬। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ একমাত্র লৌকিক উপায়ই অবলম্বন করা ঠিক হবে না; কিন্তু দৈবও কিছু করতে হবে। এই দৈবমূলক উৎসবে মল্লক্রীড়া-দর্শনচ্ছলে রামকৃষ্ণকেও এখানে আনান হোক, এই আশয়ে বলা হচ্ছে **আরভ্যতাং**— (ধেনুর্যজ্ঞ) আরম্ভ করা হোক। **ভূতরাজায়**— ভূতেশ্বর নামক মথুরা-পালক শ্রীরুদ্র, যিনি ধনুরও দেবতা এবং **মীঢ়ুষে**— বরদ [মেহতি— মিহ্ সেচন করা অর্থাৎ বরদানে তৃপ্তিদায়ী] সেই তাঁর সন্তোষের জন্য **পশূন্, মেধ্যান্**— ছাগাদি পশু বলি দেও। এই যে উক্তি, ইহা ভয় হেতুই ॥ জী°২৬ ॥

ইত্যাজ্ঞাপ্যার্থতত্ত্বজ্ঞ আহূয় যদুপুঙ্গবম্।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং ততোক্রূরমুবাচ হ ॥ ২৭ ॥

ভো ভো দানপতে মহ্যং ক্রিয়তাং মৈত্রমাদৃতঃ।
নান্যস্ত্বত্তো হিততমো বিদ্যতে ভোজ-বৃষ্ণিষু ॥ ২৮ ॥

২৭। **অন্বয়** ঃ অর্থ তত্ত্বজ্ঞঃ (অর্থসিদ্ধান্তবিৎ কংস) ইতি আজ্ঞাপ্য (অনুচরান্ আদিশ্য) যদুপুঙ্গবং (যাদব শ্রেষ্ঠং) [অক্রূরং] আহুয় পাণিনা পাণিং গৃহীত্বা ততঃ উবাচঃ।

২৮। **অন্বয়** ঃ ভোঃ ভোঃ দানপতে [অক্রূর] মহ্যং (মম) মৈত্রং (মিত্রকার্যং) ক্রিয়তাম্। ভোজবৃষ্ণিষু ত্বত্তঃ অন্যঃ আদৃত্যঃ হিততমঃ (মঙ্গলকারী) ন বিদ্যতে।

২৭। **মূলানুবাদ** ঃ অনুচরদের এরূপ আদেশ দেওয়ার পর অর্থশাস্ত্রেই মাত্র পণ্ডিত কংস যদুমাত্রেরই বিশ্বাস ভাজন, নিজ পরিবার গোষ্ঠীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ অক্রূরকে সাদরে করতলে কর গ্রহণ করত বলতে লাগলেন।

২৮। **মূলানুবাদ** ঃ ওহে ওহে বদান্যশ্রেষ্ঠ অক্রূর! তুমি আমার সন্তুষ্টির জন্য একটি মিত্রোচিত কার্য নির্বাহ করে দেও। ভোজ-বৃষ্ণি বংশে তোমার থেকে অধিক আদরের পাত্র ও হিতকারী আমার আর কেউ নেই।

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ মমাভ্যুদয়ার্থং বিশ্বসন্তু ছিত্বা যচ্ছন্তু। ভূতরাজায় ভূতেশ্বরায় মীঢুষে বরদায়। বি°২৬ ॥

২৬। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ আমার সমৃদ্ধির জন্য **বিশ্বসন্তু** — (ছাগাদি পশু) ছেদন করা হোক, **মীঢ়ুষে** ভূতরাজায়— বরদ ভূতেশ্বরের প্রীতির জন্য। বি°২৬ ॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ অর্থো দ্বিতীয়পুরুষার্থঃ. তত্র তন্ত্রং সিদ্ধান্তঃ, কিংবা তস্য শাস্ত্রমেবা, ন তু ধর্ম্মাদিশাস্ত্রং জানাতীতি তথা সঃ। যদুপুঙ্গবমিতি সর্ব্বেষামেব যদূনাময়মাস্থাস্পদং, ততোঽস্যৈবাত্র যোগ্যতা, ন তু কেবলমদীয়ানামিতি তদ্বিচারাভি প্রায়েণোক্তম্। গৃহীত্বেতি— স্নেহপ্রদর্শনার্থমবশ্যমাত্মোক্ত-প্রতিপালনার্থঞ্চ, অতএব তত্র তস্মিন্নেব নিজপরিবারগোষ্ঠী মধ্যে, তত ইতি পাঠে স ভবার্থঃ, হ স্ফুটম্। জী ২৭ ॥

২৭। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **অর্থতত্ত্বজ্ঞ**— 'ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ' এই চতুর্বিধ পুরুষার্থের মধ্যে যা দ্বিতীয় সেই অর্থের বিষয়ে যে 'তন্ত্র' অর্থাৎ সিদ্ধান্ত কিম্বা অর্থ সম্বন্ধে যে শাস্ত্র, তাই কেবল জানে, ধর্মাদি শাস্ত্র জানে না, এইরূপ কংস। **যদুপুঙ্গব**— সকল যদুর বিশ্বাসের পাত্র। অতএব এঁরই এ বিষয়ে যোগ্যতা। কেবল যে মদীয় জনের আস্থা ভাজন, তাই নয়। এইরূপ বিচার-নিষ্ঠ আশয়ে তাকেই বলা হল। করতলে কর গ্রহণ করে বলল— স্নেহ দেখানোর জন্য ও নিজ

অতস্ত্বামাশ্রিতঃ সৌম্য কার্য্যগৌরবসাধনম্‌ ।
যথেন্দ্রো বিষ্ণুমাশ্রিত্য স্বার্থমধ্যগমদ্বিভুঃ ॥ ২৯ ॥

২৯। **অন্বয়** ঃ হে সৌম্য, অতঃ বিভু ইন্দ্র যথা বিষ্ণুম্‌ আশ্রিত্য স্বার্থং অধ্যগমৎ (প্রাপ্তঃ) [তথা অহমপি] কার্যগৌরব সাধনম্‌ (গুরুতর কার্য-সাধকম্‌) ত্বাম্‌ আশ্রিতঃ [অস্মি]।

২৯। **মূলানুবাদ** ঃ অতএব হে প্রশান্ত মূর্তি! সমর্থ হলেও ইন্দ্র যেরূপ বিষ্ণুকে আশ্রয় করত নিজ প্রয়োজন লাভ করে থাকে, সেইরূপ আমিও একটি গুরু প্রয়োজন সাধনের জন্য তোমাকে আশ্রয় করছি।

কথা অবশ্য পালনের জন্য। অতএব **তত্র**— সেই নিজ পরিবার-গোষ্ঠী মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ সেই অক্রূরকে বললেন। জী° ২৭ ॥

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ অর্থতত্ত্বং দ্বিতীয়পুরুষার্থস্যৈব সিদ্ধান্তং নতু ধর্মমোক্ষয়োর্জানাতীতি সঃ ॥ বি° ২৭।

২৭। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **অর্থতত্ত্বজ্ঞঃ**— ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের মধ্যে দ্বিতীয় পুরুষার্থ অর্থ বিষয়েই সিদ্ধান্ত জানে কংস, ধর্ম-মোক্ষ সম্বন্ধে জানে না। বি° ২৭ ॥

২৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ ভো ভো ইত্যাদরে বীপ্সা, দানপতে হে বদান্যবরেত্যর্থঃ। অতো মদর্থিতমপি ত্বয়াবশ্যং সম্পাদ্যমিতি ভাবঃ। মদর্থং মিত্রোচিতকৃত্যং ক্রিয়তাম্‌। নন্বু ভোজরাজ কুতো মামেব প্রেরয়সী? সর্বে যাদবাস্তবাজ্ঞাকারিণস্তত্রাহ—আদৃত ইত্যাদিনা ॥ জী ২৮ ॥

২৮। **জীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **ভো ভো**—আদরে দুইবার। **দানপতে**—হে বদান্য শ্রেষ্ঠ! যেহেতু তুমি বদান্যশ্রেষ্ঠ, তাই বলছি, আমার অভিলষিত কিছু কাজ তুমি অবশ্যই নির্বাহ করে দিবে, এরূপ ভাব। **মহ্যং ইত্যাদি**—আমার জন্য মিত্রোচিত একটি কার্য করে দেও। ওহে ভোজরাজ, এই কাজে আমাকেই বা পাঠাচ্ছ কেন? এরই উত্তরে সকল যাদব তোমার আজ্ঞাকারী এই আশয়ে বলা হচ্ছে— **আদৃত ইতি**—তোমার থেকে আমার আদরের পাত্র ও হিতকারী আর কেউ নেই। জী ২৮ ॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ মহ্যং মাং প্রসাদয়িতুং মৈত্র' মিত্রকৃত্যম্‌ ॥ বি ২৮ ॥

২৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **মহ্যং**—আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্য **মৈত্রং**— বন্ধুসুলভ কিঞ্চিৎ কার্য কর। বি° ২৮ ॥

২৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ হে সৌম্যেতি প্রোৎসাহনার্থং নিজমিত্রত্বেন সহজশান্তত্বেন বা আশ্রিতঃ শরণং গতোঽহম্‌। কিমর্থম্‌? কার্যস্য গৌরবং গুরুত্বং, তস্য সাধনং গুরুপ্রয়োজনং সাধয়িতুমিত্যর্থঃ। নন্বু ত্বমেব স্বয়ং সর্ব্বার্থে শক্তঃ, কিং ময়েতি চেৎ সত্যং, সমর্থস্যাপি সাহায্যেনৈব কার্য্যং কিল সংসিধ্যেদিতি দৃষ্টান্তেনাহ— যথেতি। বিভুঃ সমর্থোঽপি ইতি দ্বেষেণেন্দ্রাদপি বিষ্ণোর্ন্যূনত্বং সূচিতম্‌। জী°২৯ ॥

গচ্ছ নন্দব্রজং তত্র সুতাবানকদুন্দুভেঃ।
আসাতে তাবিহানেন রথেনানয় মা চিরম্ ॥ ৩০ ॥

৩০। **অন্বয়** ঃ [ত্বং] নন্দব্রজং গচ্ছ, তত্র আনকদুন্দুভেঃ (বসুদেবস্য) সুতৌ আসাতে (বর্তেতে) তাবিহানেন (তৌ ইহ অনেন) রথেন ইহ (মম স্থানে) আনয় মা চিরং (বিলম্বং মা কুরু)।

৩০। **মূলানুবাদ** ঃ নন্দ-ব্রজে যাও। সেখানেই বসুদেবের পুত্রদ্বয় আছে॥ ঐ সম্মুখের নতুন সুসজ্জিত রথে করে তাঁদের এখানে নিয়ে এস। দেরী কর না।

২৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ হে সৌম্য— হে প্রশান্তমূর্তি! উৎসাহ দানের জন্য এই পদের প্রয়োগ। নিজ মিত্র বলে বা সহজশান্ত বলে **আশ্রিতঃ**—আমি তোমার শরণাগত হলাম। কি প্রয়োজনে? এরই উত্তরে, **কার্য গৌরব সাধনম্**— কার্যটি গুরুতর, এই গুরু প্রয়োজন সাধনের জন্য শরণাগত হলাম। যদি বলা হয় তুমিই স্বয়ং সর্বপ্রয়োজন সাধনে সমর্থ, আমাকে দিয়ে আবার কি প্রয়োজন? এরই উত্তরে, সমর্থজনেরও কার্য সুসিদ্ধ হয় অন্যের সাহায্য নিয়েই—এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত যথেন্দ্রো ইতি। **বিভুঃ**— সমর্থ হলেও ইন্দ্র বিষ্ণুকে আশ্রয় করেই নিজের স্বার্থ সাধন করে। ইন্দ্র পক্ষে, এই 'বিভু' শব্দের প্রয়োগে শক্রতা সাধনে বিষ্ণুর ন্যূনতা সূচিত হল এখানে। জী°২৯॥

২৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ কার্যং গৌরবেণ গুরুতয়া সাধয়তীতি তম্। মমাত্র বন্ধুষু মধ্যে তত্তোঽন্যো নৈপুণ্যেন কার্যসাধকঃ কোঽপি নাস্তীত্যর্থঃ। বি২৯॥

২৯। **শ্রীবিশ্ব টীকানুবাদ** ঃ **কার্য গৌরবসাধনম্ ত্বাম্**— অতি উত্তমরূপে কার্য সাধক তোমাকে আশ্রয় করলাম। বি২৯॥

৩০। **শ্রীজীব বৈ তো° টীকাঃ** এবং প্রোৎসাহ্য কার্য্যমাহ—গচ্ছেতি, তত্রৈবাসাতে, ন তু প্রপলায্যান্যত্র গতাবিতি বক্তব্যমিতি ভাবঃ। অনেনাধুনা সুনির্ম্মায় বহুধালঙ্কৃত্যাবস্থাপিতেনেত্যর্থঃ, ইতি নিজযানদানেনানুগ্রহবিশেষো দর্শিতঃ। সুন্দরাভিনব সুপরিষ্কৃতরথং দৃষ্ট্বা বালকৌ তৌ সুখং স্বয়মেবারোক্ষ্যতে ইতি ভাবঃ। বস্তুতস্তু শ্রীভগবদিচ্ছয়া পুরপ্রবেশসামগ্রী সা জ্ঞেয়া, মা চিরং অচিরাদেব॥ জী ৩০॥

৩০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ এইরূপে উৎসাহ দেওয়ার পর কি কাজ করতে হবে, তাই বলছেন—গচ্ছ ইতি। **তত্র আসাতে**—ঐ নন্দ-ব্রজেই আছে, অন্যত্র পালিয়ে যায় নি—ইহাই বক্তব্য এখানে। **অনেন রথেন**—এই রথে, যা এখনই সুষ্ঠুভাবে নির্মাণ করত বহুবিধ অলঙ্কারে সজ্জিত করে এই যে সম্মুখে রাখা হয়েছে—এইরূপে নিজের রথটি দানের দ্বারা অনুগ্রহবিশেষ দেখান হল—সুন্দর অভিনব সুপরিষ্কৃত রথ দেখে সেই বালক দুটি সুখে নিজে নিজেই আরোহণ করবে, এরূপ ভাব। আসলে তো শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই তার পুরপ্রবেশ-সামগ্রী এসে গিয়েছে, এরূপ বুঝতে হবে। **মা চিরং**—দেরী করো না। ঝটিতি যাও॥ জী ৩০॥

বিসৃষ্টঃ কিল মে মৃত্যুর্দেবৈর্বৈকুণ্ঠসংশ্রয়ৈঃ।
তাবানয় সমং গোপৈর্নন্দাদ্যৈঃ সাজ্যুপায়নৈঃ ॥ ৩১ ॥

৩১। **অন্বয়** ঃ বৈকুণ্ঠসংশ্রয়ৈঃ (বিষ্ণোরাশ্রিতৈঃ) দেবৈঃ মে (মম) মৃত্যুঃ নিসৃষ্টঃ (রচিতঃ), কিল (ততঃ) সাজ্যুপায়নৈঃ (উপায়নৈঃ সহ বর্তমানৈঃ) নন্দাদ্যৈঃ গোপৈঃ সমং (সহ) তৌ আনয় ।

৩১। **মূলানুবাদ** ঃ বিষ্ণুর আশ্রিত দেবগণের দ্বারা দুইটি বালক সৃষ্ট হয়েছে, যাঁদের মধ্যে একটি আমার নিশ্চিত মৃত্যু স্বরূপ। সুতরাং হাতে ঘৃতাদি ভেট ধরা নন্দাদির সহিত সেই দুজনকে এখানে নিয়ে এস। দেরী কর না।

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ অনেনেতি তর্জন্যা কমপি নবীনং বিচিত্রং রথং দর্শয়তি বালকত্বান্নবীনং চিত্রমালোক্য তাভ্যামত্রায়াতুং শীঘ্রময়ং রথ আরোক্ষ্যতে ইতি ভাবঃ। কংসভুক্তো রথো ভগবদারোহণানর্হ ইত্যনেন তত্র গত ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥ বি ৩০ ।

৩০। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **অনেন রথেণ**—এই রথে। —তর্জনীদ্বারা কোনও এক নবীন বিচিত্র রথ দেখাল কংস—বাল-স্বভাবে নবীন আশ্চর্যজনক রথ দেখে তারা মথুরায় আসার জন্য শীঘ্র এই রথে চড়ে বসবে, এরূপ ভাব। কংসের ব্যবহার করা রথে শ্রীভগবানের আরোহণ অনুপযুক্ত, তাই এই নবীন রথ নিয়ে অক্রুর শ্রীবৃন্দাবনে গেল, এরূপ বুঝতে হবে। বি ৩০ ॥

৩১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ কিমর্থম্? তদাহ— নিসৃষ্ট ইতি দ্বাভ্যাং, তয়োরেকতরাদিতি শেষঃ। বৈকুণ্ঠসংশ্রয়ৈরিতি তৈর্নিসৃষ্টেন তেন মম কিং স্যাদিতি ভাবঃ। তাবানয়েতি একপ্রযত্নত্বাদ্দ্বয়োরিতি ভাবঃ। অক্রূর-প্রবর্ত্তনার্থং তয়োর্বিষ্ণুত্বং স্বপহ্নুতম্। নন্দাদ্যৈঃ সমমিতি, অন্যথা শঙ্কয়া তৌ নাগমিষ্যেতে ইতি ভাবঃ। তেষামপ্যনিষ্টমত্র করিষ্যামীতি গূঢ়ো দুষ্টভাবঃ। সাজ্যুপায়নৈর্ঘৃতদধ্যাদিসহিতৈঃ, এতচ্চ ধনুর্মখসত্যতাবোধনার্থম্। জী° ৩১ ॥

৩১। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ কিসের জন্য যাবো? এরই উত্তরে, যাবে দুটি বালক নিয়ে আসতে, যে দুই জনের মধ্যে একজন আমার অনুল্লঙ্ঘ মৃত্যুরূপে রচিত হয়েছে। **বৈকুণ্ঠ সংশ্রয়ৈঃ** —বিষ্ণুর আশ্রিত দেবতাদের দ্বারা দুটি বালক সৃষ্ট হয়েছে, যার মধ্যে একজন আমার নি 'নিতরাং' অনুল্লঙ্ঘ মৃত্যুরূপে সৃষ্ট হয়েছে। তাদের সম্বন্ধে আমার কি করণীয়? **তাবানয়**— একই প্রযত্নে দুজনকে নিয়ে এস। —অক্রূরকে প্রবর্তিত করার জন্য রামকৃষ্ণের বিষ্ণুত্ব গোপন করা হল। নন্দাদি ব্রজজনের সঙ্গে নিয়ে এস, নতুবা শঙ্কায় তারা একা আসবে না, এরূপ ভাব। এই নন্দাদিরও অনিষ্ট করব, এরূপ গূঢ় দুষ্টভাব। **সাজ্যুপায়নৈঃ**— ঘৃত-দধি প্রভৃতি ভেট সহ নন্দাদির সহিত নিয়ে এস— এও তাঁদের এরূপ প্রতীতি জন্মানোর জন্য যে, তারা ধনুর্যজ্ঞে যাচ্ছে। জী°৩১ ॥

৩১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ তৌ মে মৃত্যুর্নিতরাং সৃষ্টঃ। বৈকুণ্ঠো বিষ্ণুস্তদাশ্রিতৈঃ ॥ বি°৩১ ॥

৩১। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ দেবতাগণের দ্বারা তারা দুইজন আমার 'নিতরাং' অনুল্লঙ্ঘ মৃত্যুরূপে সৃষ্ট হয়েছে। **বৈকুণ্ঠ সংশ্রয়ৈঃ**— বিষ্ণু আশ্রিত দেবতাগণের দ্বারা। বি°৩১ ॥

ঘাতয়িষ্য ইহানীতৌ কালকল্পেন হস্তিনা।
যদি মুক্তৌ ততো মল্লৈর্ঘাতয়ে বৈদ্যুতোপমৈঃ ॥ ৩২ ॥

তয়োর্নিহতয়োস্তপ্তান্ বসুদেবপুরোগমান্।
তদ্বন্ধূন্ নিহনিষ্যামি বৃষ্ণিভোজদশার্হকান্ ॥ ৩৩ ॥

৩২। অন্বয় ঃ ইহ আনিতৌ [তৌ] কালকল্পেন হস্তিনা ঘাতয়িষ্যে, যদি ততঃ (হস্তিন সকাশাৎ) মুক্তৌ [তৌ] বিদ্যুতোপমৈঃ মল্লৈঃ ঘাতয়ে।

৩৩। অন্বয় ঃ তয়ো (রামকৃষ্ণয়োঃ) নিহতয়োঃ [সতোঃ] বসুদেব (বসুদেবপ্রমুখান্) বৃষ্ণি-ভোজদশার্হকান্ তপ্তান্ (শোকসন্তপ্তান্) তদ্বন্ধূন্ নিহনিষ্যামি।

৩২। মূলানুবাদ ঃ এখানে নিয়ে এসে যমতুল্য হস্তিদ্বারা তাদিকে হত্যা করব। যদি দৈবাৎ হস্তির থেকে বেঁচে যায়, তা হলে বজ্রতুল্য মল্লগণদ্বারা তাদের হত্যা করব।

৩৩। মূলানুবাদ ঃ রামকৃষ্ণ নিহত হলে বসুদেব প্রমুখ বৃষ্ণি ও ভোজ-দাশার্হ বংশজাত তাদের বন্ধুরা শোক-সন্তাপে দুর্বল হয়ে পড়বে, তখন তাদের সুখে বধ করব।

৩২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ তচ্চ কিমর্থম ? তদাহ—ঘাতয়িষ্য ইতি, ততস্তদা। অন্যত্তৈঃ। বাগ্দেবীমতে তু যদীহ মধুপুর্য্যামানীতৌ ভবতস্তদা স্বপরাজয়েন তয়োর্দ্বারান্তঃপ্রবেশোৎসাহবর্দ্ধনত্বাদ্ধস্তি-নৈব দ্বারভূতেন ঘাতয়িষ্যে, রঙ্গান্তঃ প্রাপয়িষ্যামি। অতঃ কালকল্পেন মল্লানাং মম চেত্যর্থাৎ। ততস্তদনন্তরং মুক্তৌ স্বমুক্তিনিমিত্তং পূর্ব্ববন্মল্লৈরেব দ্বারভূতৈর্ঘাতয়ে স্ব-সমীপমপি প্রাপয়িষ্যামি ; অতো মম মুক্তিহেতুত্বাৎ বৈদ্যুতোপমৈঃ ক্রমমুক্তিমার্গনেতৃভগবৎসম্বন্ধিদিব্যপুরুষোপমৈরিতি ॥ জী° ৩১ ॥

৩২। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ এদের এনে হবেটা কি ? এরই উত্তরে, ঘাতয়িষ্য—বিনাশ করব। ততঃ—তদা। [শ্রীধর—কালকল্পেন— মৃত্যুতুল্য। বিদ্যুতোপমৈঃ—বজ্রতুল্য।] সরস্বতী মতে অর্থ এরূপ—তুমি যদি তাঁদিকে এই মধুপুরে নিয়ে আস, তা হলে নিজ পরাজয় হেতু তাদের দ্বারদেশের ভিতরে প্রবেশের উৎসাহ বর্ধনের জন্য দ্বারভূত হস্তির দ্বারা 'ঘাতয়িষ্যে' [ঘাত= হত্যা=নাশ=অন্ত=ভিতরে— অভিধান জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস] রঙ্গভূমির ভিতরে প্রবেশ করাব। অতঃপর কালের 'কল্প' নিয়মে মল্লদের ও আমার বিনাশ করাব। ততো— অতঃপর মুক্তৌ— নিজ মুক্তির নিমিত্ত বৈদ্যুতোপমৈঃ—ক্রমমুক্তিমার্গ নেতা ভগবৎসম্বন্ধী দিব্য পুরুষতুল্য দ্বারভূত মল্লের দ্বারা উচ্চাসন-সমাসীন নিজের নিকটে আনাব। জী° ৩২ ॥

৩২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ বৈদ্যুতোপমৈরশনিতুল্যৈঃ ॥ বি ৩২ ॥

৩২। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ বিদ্যুতোপমৈঃ—বজ্রতুল্য ॥ বি ৩২ ॥

৩৩। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ নন্বু তদ্বন্ধুভ্যঃ স্বানিষ্টাচ্ছঙ্কে, তত্রাহ—তয়োরিতি দ্বাভ্যাম্। তদ্বন্ধূন্ তৎসুহৃদো বসুদেবাদীনপি হনিষ্যামি। নন্বু কথং তয়োঃ পূর্ব্বমেব ন হনিষ্যসি চেত্তত্রাহ—তয়ো-

উগ্রসেনঞ্চ পিতরং স্থবিরং রাজ্যকামুকম্‌ ।
তদ্‌ভ্রাতরং দেবকঞ্চ যে চান্যে বিদ্বিষো মম ॥ ৩৪ ॥

ততশ্চয়া মহী ভবিত্রী নষ্টকণ্টকা ॥ ৩৫ ॥

জরাসন্ধো মম গুরুর্দ্বিবিদো দয়িতঃ সখা ।
শম্বরো নরকো বাণো ময্যেব কৃতসৌহৃদাঃ ।
তৈরহং সুরপক্ষীয়ান্‌ হত্বা ভোক্ষ্যে মহীং নৃপান্‌ ॥৩৬॥

৩৪। **অন্বয়ঃ** রাজ্যকামুকং স্থবিরং পিতরং উগ্রসেনং চ তদ্‌ভ্রাতরং দেবকং চ যে চ অন্যে মম বিদ্বিষঃ (শত্রবঃ) [তিষ্ঠন্তি তান্‌ সর্বান্‌ নিহনিষ্যামি ।]

৩৫। **অন্বয়ঃ** [হে] মিত্র, ততঃ চ এষামহী নষ্টকণ্টকা ভবিত্রী (ভবিষ্যতি)।

৩৬। **অন্বয়ঃ** জরাসন্ধ মমগুরুঃ, দ্বিবিদঃ দয়িতঃ (প্রিয়ঃ) সখা, শম্বরঃ নরকঃ বাণঃ ময়ি এব কৃতসৌহৃদাঃ। অহং তৈঃ (জরাসন্ধঃ প্রভৃতিভিঃ সহায়ভূতৈঃ) সুরপক্ষীয়ান্‌ নৃপান্‌ হত্বা মহীং ভোক্ষ্যে।

৩৪। **মূলানুবাদঃ** রাজ্যকামুক বৃদ্ধ পিতা উগ্রসেন, তার ভাই দেবক এবং অন্য যে সকল তাদের পক্ষপাতী আছে, তাদের সকলকে পরে হত্যা করব।

৩৫। **মূলানুবাদঃ** ওহে বন্ধু, তা হলেই অতঃপর এই পৃথিবী আমার পক্ষে নিষ্কণ্টক হবে।

৩৬। **মূলানুবাদঃ** জরাসন্ধ আমার শ্বশুর, দ্বিবিদ নামক বানর আমার প্রিয় সখা, শম্বর-নরক-বাণ প্রভৃতি অসুরগণ আমার সহিত সৌহার্দভাবে আবদ্ধ। তাদের সাহায্যে আমি সুরপক্ষীয় কৌরবাদি রাজগণকে বধ করে সমস্ত পৃথিবী ভোগ করব।

নিহতয়োঃ সতোরনুতপ্তানেব সত ইতি ক্রোধাতিশয়ো দর্শিতঃ। বাগ্দেবীমতে তু মুক্তৌ তয়োঃ প্রাপ্তয়োঃ সতোস্তদ্বন্ধূনপি প্রাপ্স্যামি, অব্যভিচারাদিতি ভাবঃ। জী°৩৩॥

৩৩। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদঃ** আচ্ছা, রামকৃষ্ণের বন্ধুগণের থেকে নিজের অনিষ্ট আশঙ্কা আছে না-কি। এরই উত্তরে, তয়োর্নিহতয়োঃ ইতি। **তদ্বন্ধূন্‌**— রামকৃষ্ণের সুহৃদ্‌ বসুদেবাদিকে হত্যা করব। আচ্ছা, পূর্বেই তাদিকে হত্যা করে ফেলছো না কেন? এরই উত্তরে, **তয়োর্নিহতয়োঃ** —এরা দুজন নিহত হলে সুহৃদেরা **তপ্তান্‌**— শোক সন্তাপে দুর্বল হয়ে পড়বে, তখন সুখে বধ করব।— এইরূপে ক্রোধাতিশয় দেখান হল। সরস্বতী মতে তাদিগের প্রাপ্তিতে তাদের বন্ধুদের নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে, এরূপ ভাব। জী°৩৩॥

৩৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকাঃ** তয়োর্নিহতয়োঃ সতোঃ। বি°৩৩॥

৩৩। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদঃ** তয়োর্নিহতয়োঃ— তারা দুজন নিহত হলে। বি° ৩৩॥

এতজ্ জ্ঞাত্বানয় ক্ষিপ্রং রামকৃষ্ণাবিহার্ভকৌ ।
ধনুর্মখনিরীক্ষার্থং দ্রষ্টুং যদুপুরশ্রিয়ম্ ॥ ৩৭ ॥

৩৭। **অন্বয়** ঃ এতৎ জ্ঞাত্বা ক্ষিপ্রং ধনুর্মখনিরীক্ষার্থং [তথা] যদুপুরশ্রিয়ং দ্রষ্টুম্ অর্ভকৌ রামকৃষ্ণৌ [ইহ] আনয়।

৩৭। **মূলানুবাদ** ঃ আমার এই প্রয়োজন বুঝে ধনুর্যজ্ঞ ও যদুপুরের শোভা দর্শনচ্ছলে তাঁদের দুজনকে এখানে নিয়ে এস।

৩৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকাঃ অন্যে চ তৎপক্ষপাতিনঃ ॥ জী° ৩৪ ॥

৩৪। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ **অন্যে চ**—তাদের পক্ষপাতী জনদের। জী° ৩৪ ॥

৩৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ যে চান্যেতাংশ্চ ॥ বি ৩৪ ॥

৩৪। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ যে চান্যে—অন্য যে সকল আমার শত্রু তাদিগকেও। জী° ৩৪ ॥

৩৫। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ তত ইত্যর্দ্ধকং, নন্বহমপি ভোজেষু কিং তবন্ধুঃ ? নেত্যাহ — হে মিত্রেতি, ত্বন্তু মম হিতকারী, অতস্ত্বাং প্রতি পৃথ্বীমপি বিভজেয়মিতি ভাবঃ। জী° ৩৫ ॥

৩৫। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ আচ্ছা আমিও তো ভোজবংশ, তবে কি রামকৃষ্ণেরই বন্ধু হলাম ? না-না, এই আশয়ে বলা হল **হে মিত্র**— তুমি তো আমার হিতকারী। অতএব তোমার সঙ্গে পৃথিবী ভাগ করে নিব, এরূপ ভাব। জী° ৩৫ ॥

৩৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ জরেতি সার্দ্ধকম্ ; সুরপক্ষীয়ান্ নৃপান্ কৌরবাদীন্, বাগ্দেবী-মতে তু মহীং ভোক্ষ্য ইতি মুক্তৌ সর্বানন্দান্তর্ভাবাৎ ॥ জী ৩৬ ॥

৩৬। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ **জরাসন্ধো**—ইত্যাদি ১½ শ্লোক। **সুরপক্ষীয়ান্ নৃপান্** —কৌরবাদি। **মহীং ভোক্ষ্যে**—পৃথিবী ভোগ করব— সরস্বতী মতে সর্বানন্দ লাভ করব, যা মুক্তির মধ্যে অন্তর্ভূত আছে। জী ৩৬ ॥

৩৫-৩৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ নন্বু, কথং নষ্টকণ্টকা স্যাজ্জরাসন্ধাদীনাং বিদ্যমানত্বাদেব তত্রাহ, —জরেতি। গুরুঃ শ্বশুরঃ ॥ বি ৩৬ ॥

৩৫-৩৬। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ পূর্বপক্ষ, জরাসন্ধাদি থাকতে পৃথিবী নষ্ট-কণ্টক হবে কি করে ? এরই উত্তরে, জরাসন্ধ আমার গুরু— শ্বশুর। বি° ৩৬ ॥

৩৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ অর্ভকাবিতি তয়া প্রতার্য্য তাবানেতুং শক্যাবিতি ভাবঃ। তৎপ্রকারং শিক্ষয়তি— ধনুরিতি। বন্যেভ্যস্তত্রাপ্যর্ভকেভ্যো যজ্ঞোৎসব-পুরীশোভাদর্শনং নিতরাং রোচেতেতি ভাবঃ। তথা চ শ্রীহরিবংশে— 'বাচ্যশ্চ নন্দগোপো বৈ করমাদায় বার্ষিকম্। শীঘ্রমাগচ্ছ নগরং গোপৈঃ সর্ব্বৈঃ সমন্বিতঃ ॥ কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণৌ চৈব বসুদেবসুতাবুভৌ। দ্রষ্টুমিচ্ছতি কংসো বৈ সভৃত্যঃ সপুরোহিতঃ ॥ এতৌ যুদ্ধবিদৌ রঙ্গে কালনির্ব্বাণযোধিনৌ। দৃঢ়ৌ চ কৃতিনৌ চৈব শৃণোম্যব্যাহতোদ্যমৌ ॥ অস্মাকমপি

শ্রীঅক্রূর উবাচ।

রাজন্‌ মনীষিতং সধ্রক্‌ তব স্বাবদ্যমার্জনম্‌।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমং কুর্যাদ্দৈবং হি ফলসাধনম্‌ ॥৩৮॥

৩৮। অন্বয়ঃ শ্রীঅক্রূরঃ উবাচ, — [হে] রাজন্‌, তব স্বাবদ্যমার্জনম্‌ ('স্ববদ্য' মরণং, তস্য পরিহারঃ) মনীষিতং (বিচারিতং), [কিন্তু] সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ (লাভালভয়োঃ) সমং কুর্যাৎ হি (যস্মাৎ) দৈবং (ভাগ্যম্‌) [এব] ফলসাধনং (ফলস্য নিষ্পাদকং ভবতি)।

৩৮। মূলানুবাদ ঃ শ্রীঅক্রূর বললেন—হে রাজন্‌! আপনি নিজ মৃত্যু এড়ানোর সুষ্ঠু উপায় চিন্তা করেছেন বটে, কিন্তু তার সিদ্ধি অসিদ্ধি বিষয়ে সমভাবাপন্ন হয়েই কার্য করতে হবে, কারণ দৈবই ফল সাধক।

মল্লৌ দ্বৌ সজ্জৌ যুদ্ধকুতোৎসবৌ। তাভ্যাং সহ নিযোৎস্যেতে তৌ যুদ্ধকুশলাবুভৌ॥ দ্রষ্টব্যৌ চ ময়াবশ্যং বালৌ তাবমরোপমৌ। পিতৃষ্বসুঃ সুতৌ মুখ্যৌ ব্রজবাসৌ বনেচরৌ॥ বক্তব্যঞ্চ ব্রজে তস্মিন্‌ সমীপে ব্রজবাসিনাম্‌। রাজা ধনুর্মখং নাম কারয়িষ্যতি বৈ সুখী॥ সন্নিকৃষ্টে প্রজাস্তত্র নিবসন্তু যথাসুখম্‌। জনস্যামন্ত্রিতস্যার্থে যথা স্যাৎ সর্ব্বমব্যয়ম্‌॥ পায়সঃ সর্পিষশ্চৈব দধ্নো দধ্যুত্তরস্য চ। যথা-কামপ্রদানায় ভোজ্যাধিশ্রয়ণায় চ॥' ইতি॥ জী৩৭॥

৩৭। শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ অর্ভকৌ ইতি—নেহাৎই বালক। তুমি প্রতারণা করে তাদের এখানে নিয়ে আসতে পারবে, এরূপ ভাব। কি করে প্রতারণা করবে সেই কৌশলটা শিখিয়ে দিচ্ছি, **ধনুরিতি**— ধনুর্যজ্ঞের কথা বলে নিয়ে এস। তারা বনবাসী, তাতে আবার বালক হওয়া হেতু যজ্ঞোৎসব ও **যদুপুর শ্রিয়ম্‌**— যদুপুর শোভা দর্শন তাদের অত্যন্ত রুচিকর, এরূপ ভাব। শ্রীহরিবংশেও এরূপ দেখা যায়, যথা— "অক্রূরকে ব্রজে গিয়ে নন্দগোপকে যা বলতে হবে— বার্ষিক কর নিয়ে শীঘ্র সহরে চলে আস, গোপ সকলকে সঙ্গে করে। আমি (কংস) সভৃত্য-পুরোহিত বসুদেব - সুত কৃষ্ণসঙ্কর্ষণ উভয়কেই দেখতে ইচ্ছুক। শুনেছি, তারা উভয়েই যুদ্ধনিপুণ, মল্লভূমিতে মৃত্যুমুক্ত-যোদ্ধা, স্থির, কৃতী ও অবাধ উদ্যমী। আমাদেরও মল্লযুদ্ধ উৎসব উপলক্ষে দুইজন মল্ল সজ্জিত হয়েই আছে। এদের সহিত সেই যুদ্ধনিপুণ দুভাইকে লাগিয়ে দিব মল্লযুদ্ধে। আমার বড় সাধ হচ্ছে, পিতার ভগিনীর পুত্র সেই দেবতাতুল্য, ব্রজবাসী, বনচর বালক দুজনকে একবার দেখি। ব্রজবাসিদের কাছে বলতে হবে— সুখী রাজা ধনুর্যজ্ঞ নামক যজ্ঞ করবেন। সেখানে এক নিকট স্থানে প্রজারা ছাউনি ফেলে যথাসুখে থাকুন। নিমন্ত্রিত জনদের জন্য পায়স, ঘৃত, দধি ক্ষীরাদি সব কিছু যেন পর্য্যাপ্ত পরিমানে থাকে, যথা ইচ্ছা দেওয়ার জন্য এবং ভোজ্য রান্নার জন্য। জী°৩৭॥

৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ ইদং রহস্যতত্ত্বং ন বাচ্যং বাচ্যস্ত্বেতদিত্যাহ—ধনুরিতি। বি°৩৭॥

৩৭। শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ ঃ তোমাকে যে বললাম, এই রহস্যতত্ত্ব কাউকে বল না— বলবে তো এইটুকু, এই আশয়ে ধনুর্মখ ইতি। বি৩৭॥

মনোরথান্ করোত্যুচ্চৈর্জনো দৈবহতানপি।
যুজ্যতে হর্ষশোকাভ্যাংতথাপ্যাজ্ঞাং করোমি তে ॥ ৩৯ ॥

৩৯। **অন্বয়** ঃ জনঃ দৈবহতান্ (দৈব-বিনষ্টান্) অপি মনোরথান্ উচ্চৈঃ করোতি [তত্র] হর্ষশোকাভ্যাং যুজ্যতে (যুক্তঃ ভবতি তথাপি তে (তব) আজ্ঞাং করোমি।

৩৯। **মূলানুবাদ** ঃ জীব দৈবহত ও কখনও দৈবপালিত মনোভীষ্ট সম্পাদনের জন্য বিশেষভাবে যত্নবান হয় বটে, কিন্তু তাতে কখনও শোক কখনও হর্ষ প্রাপ্ত হয়। তথাপি আপনার আজ্ঞা এমন ভাবে আমি পালন করছি, যাতে ভাগ্যবান আপনার হর্ষই হয়।

৩৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা** ঃ তচ্ছ্রুত্বা স্বীয়ভগবদ্দর্শন তদ্দ্বারা তন্মারণলক্ষণদীর্ঘস্বাভীষ্ট-যুগলসিদ্ধ্যাশয়া তত্তদর্থমেব স্বীয়-তদাত্মীয়তাং প্রখ্যাপয়িতুমিচ্ছয়া চ তদুক্তং শ্লাঘতে – রাজন্নিতি দ্বয়েন। সধ্রগিত্যত্র হেতুঃ— হে রাজন্নিতি। রাজ্ঞস্তব দণ্ডনীতিশাস্ত্রানুগামিত্বাদিত্যর্থঃ। নন্থ ধার্ম্মিকোঽয়ং কথং কেবলাং দণ্ডনীতিমনুমোদতে ? তস্মাদস্যেদং কূটবাক্যমেবেত্যাশঙ্ক্য স্বাভিপ্রায়ং গোপয়ন্ তদনুবাদেনাপি শ্লাঘতে। কুর্য্যাৎ বিধিলিঙা ধর্মশাস্ত্র-মতেঽপ্যেতাদৃশসঙ্কট-প্রতীকারাদৌ প্রযতেত এবেত্যর্থঃ। তদুপেক্ষায়ামাত্মহত্যাদি পাপাপত্তেঃ। কিন্তু সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো হর্ষদুঃখরহিত এব সন্ কুর্য্যাদিতি বিশেষঃ। সমমিতি পাঠে ক্রিয়াবিশেষণত্বং ভাবমিতি শেষো বা ॥ জী ৩৮ ॥

৩৮। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ এই কথা শুনে স্বীয় কৃষ্ণদর্শন ও কৃষ্ণের হাতে কংস বধ, যা অক্রূরের দীর্ঘকালের অভীষ্ট তার সিদ্ধি আশায় এবং সেই প্রয়োজনে কংসের সঙ্গে নিজ আত্মীয়তা প্রখ্যাপনের ইচ্ছায় তার উক্তির প্রশংসা করে বললেন— রাজন্ ইতি দুইটি শ্লোকে। **সধ্রক্**— (বিচার) সমীচীন, কারণ আপনি রাজা, রাজার পক্ষে 'দণ্ডনীতি' শাস্ত্র অনুমোদিত। আচ্ছা, অক্রূর তো ধার্মিক ইনি কি করে কেবলমাত্র দণ্ডনীতি অনুমোদন করছেন ? এরই উত্তরে, কংস যা কিছু বলল, এ সবই তার কূটবাক্যই এরূপ আশঙ্কায় অক্রূর নিজের অভিপ্রায় গোপন করে উহার কথা অনুবাদের দ্বারাই প্রশংসা করলেন। **কুর্য্যাৎ**— এ পদটি বিধিলিঙ, ধর্মশাস্ত্র মতেও এতাদৃশ সঙ্কটের প্রতিকারাদিতে বিশেষভাবে যত্ন করাই উচিত, এরূপ অর্থ।— কিন্তু সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে **সম**— হর্ষদুঃখ রহিত হয়েই করা উচিত, ইহাই বিশেষ এখানে। 'সমং' পাঠে অর্থ হবে ভাবং— (এখানে ক্রিয়া বিশেষণ)। জী°৩৮ ॥

৩৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা** ঃ মনীষিতং সধ্র্যক্ সম্যক্ স্বাবদ্যং মরণং তন্মার্জনম্। তদপ্যত্র নীতিশাস্ত্রবিধিং শৃণ্বিত্যাহ,— সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোরিতি। মনীষিতস্য সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ পুমান্ সমং ভাবমিতি শেষঃ। হি যতো দৈবমদৃষ্টমেব ভদ্রমভদ্রং বা ভাবয়তি করোতীতি তৎ। বি° ৩৮ ॥

৩৮। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ **মনীষিতং**— বিচারিত **সধ্রক্**— সম্যক্ প্রকারে **স্বাবদ্যং**— মরণ **মার্জনম্**— তার পরিহার। তা হলেও এ বিষয়ে নীতিশাস্ত্র বাক্য শোন। এই আশয়ে— 'সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ ইতি' যা বিচার করে স্থির করা হল, সে বিষয়ে সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে **সমং**— সমভাব। হি—

যেহেতু দৈবং— অদৃষ্টই শুভ-অশুভ স্থির করে থাকে ও ফল নিষ্পাদক হয়ে থাকে। বি°৩৮ ॥

৩৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকা ঃ** নিবৃত্তধর্ম্মপরাণামস্মাকং তু তদপি ন কর্ত্তব্যং, কিন্তু সর্ব্বদেবময়স্য রাজ্ঞস্তবাজ্ঞয়ৈব ক্রিয়ত ইতি প্রকারান্তরেণাপি স্বাভিপ্রায়ং গোপয়িতুং তস্মিন্ স্বভক্তিং দর্শয়িতুং চাহ— মন ইতি। অপি-শব্দাৎ কিমুত দৈবোপকৃতান্, তস্মাৎ কৃতেঽপি সাম্যভাবনে যথাবসরং হর্ষশোকাভ্যাং যুজ্যত এব, ন তু নিবৃত্তিবদধিকৃতং সুখমিত্যর্থঃ; যদ্যপি এবমথাপি তে তবাজ্ঞাং করোমি করবাণীত্যর্থঃ। ভাবিসূচনা চেয়ম্। স্বাবদ্যমার্জ্জনমসুরত্বখণ্ডনং মুক্তিপ্রাপ্তেঃ কুর্য্যাদ্ভবানিতি শেষঃ। হি যস্মাদৈবং শ্রীকৃষ্ণলক্ষণ ঈশ্বর এবাত্র ফলদাতৃ, ন তত্র ভবৎস্বাধীনত্বমিতি ভাবঃ। জনো ভবাদৃশঃ। যদ্যপ্যেবমীশ্বর এবাত্র স্বয়ং কর্ত্তা, ন মাদৃশস্যাত্র কিঞ্চিৎকরত্বম্, অথাপি তদানুকূল্যরূপেণ তদ্ভক্তজনব্যবহারেণৈব করোমীতি। অত্রারিষ্টবধানন্তরং কংসস্য যাদবান্ প্রতি সকপটপ্রোৎসাহনবাক্যং, শ্রীবসুদেবং প্রতি চ নিন্দনং, তথা কংসং প্রতি সাক্ষাত্তৈর্বিকারঃ। অন্ধকস্য চ বাক্যজাতমিতি শ্রীহরিবংশমতম্। জী°৩৯ ॥

৩৯। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ ঃ** নিবৃত্তিধর্মপর আমাদের তো ও ভাবেও করা উচিত নয়, তবে সর্বদেবময় রাজা তোমার আজ্ঞা হেতুই করে দিব কাজটা, এইরূপে প্রকারান্তরেও নিজ অভিপ্রায় গোপন করার জন্য ও কংসের প্রতি নিজ ভক্তি দেখাবার জন্য বলছেন— মনোরথান্ ইতি। দৈবহৃতানপি দৈবের দ্বারা হত হলেও— 'অপি' শব্দে কৈমুতিক ন্যায়— দৈবের দ্বারা উপকৃত হলে যে করবে এতে আর বলবার কি আছে? সুতরাং সাম্যভাবে করলেও যথাবসর হর্ষশোক এসেই যায়। নিবৃত্তিপর জনের মতো সর্বাবস্থায় সুখ আয়ত্তে থাকে না। যদিও এইরূপ তথাপি তে— আপনার আজ্ঞা পালন করব, এরূপ অর্থ।— অক্রূর মহাশয়ের এই কথা ভবিষ্যতের সূচনা করছে, যথা— 'স্বাবদ্যমার্জনম্' আপনি অসুরত্ব খণ্ডন করুন মুক্তিপ্রাপ্তি হেতু। হি— যেহেতু দৈবং— শ্রীকৃষ্ণ লক্ষণ ঈশ্বরই এখানে ফলদাতা, এ বিষয়ে আপনার স্বাধীনতাও নেই, এরূপ ভাব। 'জনঃ' আপনার মতো ব্যক্তি। যদিও ঈশ্বরই এখানে স্বয়ং কর্তা, মাদৃশ জনের এখানে কিছুমাত্র করণীয় নেই, তথাপি ঈশ্বরের অনুকূল ভাবে তার ভক্ত-জনোচিত ব্যবহারই করব। শ্রীহরিবংশ মতে, একথাগুলি অক্রূরের মুখ দিয়ে বেরিয়েই পরেছে। জী°৩৯ ॥

৩৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকা ঃ** জন্তুর্নিকৃষ্টলোকো নতু ভবানিতি প্রকটোঽর্থঃ। বস্তুতস্তু ত্বং জন্তুরেব পশুনির্বিশেষ ইত্যর্থঃ। দৈবহতান্ অপিকারাদ্দৈবপালিতান্ মনোরথান্ করোতি তত্র দৈবপালিতেষু মনোরথেষু হর্ষঃ। দৈবহতেষু শোকঃ তাভ্যাং জন্তুর্যুজ্যতে যুক্তো ভবতি তথাপি এবমপি তবাজ্ঞাং করোমি যতো ভবাংস্তু ভাগ্যবান্ হর্ষমেব প্রাপ্স্যতীতি প্রকটো ভাবঃ। বস্তুতস্তু তথাপি যদ্যপি জন্তোর্মুমূর্ষোস্তবাজ্ঞাং কর্তুং ন যুজ্যতে তদপি করোমি, তব রাজত্বান্মম তু ত্বৎপ্রজাত্বাদিতি ভাবঃ। যদ্বা, অথাপি তব মনোরথাসিদ্ধাবপি মম তু মনোরথঃ সেৎস্যত্যেবেত্যাজ্ঞাং করোমীতি। বি°৩৯ ॥

ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্।
ষট্‌ত্রিংশো দশমমেঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

শ্রীশুক উবাচ।

এবমাদিশ্য চাক্রূরং মন্ত্রিণশ্চ বিসৃজ্য সঃ।
প্রবিবেশ গৃহং কংসস্তথাক্রূরঃ স্বমালয়ম্॥ ৪০॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধেঽক্রূরসম্প্রেষণং নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥ ৩৬॥

৪০। **অন্বয়** ঃ শ্রীশুক উবাচ— সঃ [কংস] অক্রূরং এবং আদিশ্য মন্ত্রিণঃ চ বিসৃজ্য (সন্ত্যজ্য) গৃহং প্রবিবেশ তথা (এবং) অক্রূরঃ স্ব আলয়ং (স্বকীয়া নিবাসং প্রবিবেশ)।

৪০। **মূলানুবাদ** ঃ শ্রীশুকদেব বললেন— কংস শ্রীঅক্রূর মহাশয়কে এইরূপ আদেশ করত মন্ত্রীদের বিদায় দিয়ে নিজ প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। এদিকে অক্রূরও নিজ গৃহে চ.ল গেলেন।

৩৯। **শ্রীবিশ্বনাথ টীকানুবাদ** ঃ জনঃ -- এই পদের বাইরের অর্থ— নিকৃষ্ট লোকেরা, তুমি নও। আসলে তো অন্তর্নিহিত অর্থ—তুমি জন্তুই, পশু থেকে অভিন্ন। **মনোরথান্ দৈবহতানপি**—দৈব হত মনোরথ, 'অপি' কার হেতু এরূপ অর্থ হবে — এর মধ্যে দৈবপালিত মনোরথে হর্ষ, আর দৈবহত মনোরথে শোক। — এই দুই-এর দ্বারা নিকৃষ্ট লোকেরা গ্রস্ত হয়। তথাপি তোমার আজ্ঞা এমন ভাবে পালন করব যাতে ভাগ্যবান্ তুমি হর্ষই প্রাপ্ত হও, এইরূপই বাইরের ভাব। বস্তুতঃ যদিও মুমূর্ষু জন্তু তোমার আজ্ঞা পালন করা সমীচীন নয়, তবুও করব, কারণ তুমি রাজা, আর আমি তোমার প্রজা। অথবা, তথাপি তোমার মনোরথ ফলবান না হলেও আমার মনোরথ তো পূর্ণ হবেই, তাই আজ্ঞা পালন করব। বি°৩৯

৪০। **শ্রীজীব বৈ° তো°টীকা** ঃ স্বগৃহমন্তঃপুরম্। স্বমালয়ং পুরম্॥ জী°৪০॥

৪০। **শ্রীজীব বৈ° তো° টীকানুবাদ** ঃ **গৃহং**— নিজ গৃহের অন্তঃপুরে প্রবেশ করলেন। **স্বমালয়ম**—নিজ পুরে গমন করলেন। জী°৪০॥

ইতি শ্রীরাধাচরণ নূপুরে কৃষ্ণকৃষ্ণ বাদনেচ্ছু দীনমণিকৃত দশমে
ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ে বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।